অন্ত্য-লীলা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘু-
নাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গুরোঃ দীক্ষাগুরোঃ। পদকমলম্ পদং কমলমিব ইত্যুপমালঙ্কারো নতু পদমেব কমলমিতি রূপকঃ তত্ত্বে বন্দনং প্রতি কমলস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাদপুষ্টদোষঃ স্যাদুপমায়ান্তু স্বরূপাখ্যানমেতৎ। গুরূন্ শিক্ষাগুরূন্। নমু অত্র গুরূনিত্যনেন বিশেষানির্দ্দেশাচ্চতুর্ব্বিংশতিপ্রকারাণামাপত্তিঃ স্যাৎ তন্নিবারণায় বিশেষং নির্দ্দিশতি শ্রীরূপমিত্যাদি রঘুনাথো রঘুনাথ-ভট্টশ্চরঘুনাথদাসশ্চেতি স্বরূপৈকবিশেষাৎ রঘুনাথদ্বয়ং তং অনুভূত-প্রকারং শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিনং এতেন শিক্ষাগুরু-ষট্‌কং জ্ঞাতব্যম্। সাগ্রজাতং অগ্রজাতঃ শ্রীসনাতনস্তৎসহিতম্। সাবধূতং সনিত্যানন্দম্। সহগণললিতাবিশাখাভ্যাং সহিতান্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নকুলব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবেশ, নৃসিংহানন্দের সাক্ষাতে প্রভুর আবির্ভাব এবং ছোট হরিদাসের বর্জ্জনাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। অহং (আমি) শ্রীগুরোঃ (শ্রীদীক্ষাগুরুর) শ্রীযুত-পদকমলং (কমলতুল্য চরণ) বন্দে (বন্দনা করি), গুরূন্ (শিক্ষাগুরুগণকে) বৈষ্ণবান্ চ (এবং বৈষ্ণবগণকে) [বন্দে] (বন্দনা করি); সাগ্রজাতং (অগ্রজ সনাতনের সহিত) সহগণরঘুনাথান্বিতং (গণের সহিত এবং রঘুনাথ-ভট্ট ও রঘুনাথদাসের সহিত) সজীবং (এবং শ্রীজীব-গোস্বামীর সহিত) তং (সেই) শ্রীরূপং (শ্রীরূপগোস্বামীকে) [বন্দে] (বন্দনা করি); সাদ্বৈতং (শ্রীঅদ্বৈতের সহিত), সাবধূতং (শ্রীনিত্যানন্দের সহিত) পরিজন-সহিতং (এবং পরিকরবর্গের সহিত) কৃষ্ণচৈতন্যদেবং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) [বন্দে] (বন্দনা করি); সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতান্ (গণের সহিত শ্রীললিতা-বিশাখা-সমন্বিত) শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ (শ্রীরাধাকৃষ্ণকে) [বন্দে] (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। আমি শ্রীদীক্ষাগুরুর চরণ-কমল বন্দনা করি; শিক্ষাগুরুগণকে এবং বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করি; অগ্রজ-শ্রীসনাতনের সহিত, পরিকর-সমন্বিত রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথদাস-গোস্বামীর সহিত এবং শ্রীজীবগোস্বামীর সহিত শ্রীরূপ-গোস্বামীর বন্দনা করি; শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের সহিত এবং পরিকরবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি; পরিকরবর্গের সহিত শ্রীললিতা-বিশাখা-সমন্বিত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

পরিচ্ছেদের আরম্ভে গ্রন্থকার শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী স্বীয় দীক্ষাগুরুকে, স্বীয় শিক্ষাগুরুগণকে এবং বৈষ্ণবগণকে, সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে এবং সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করিলেন।

সর্ব্বলোক নিস্তারিতে গৌর-অবতার।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার—॥ ২
সাক্ষাদ্দর্শন, আর যোগ্য ভক্তজীবে।
আবেশ করয়ে কাহাঁ, কাহাঁ আবির্ভাবে ॥ ৩
সাক্ষাৎ দর্শনে প্রায় সভা নিস্তারিলা।
নকুলব্রহ্মচারিদেহে আবিষ্ট হইলা ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের অবতারের একটী উদ্দেশ্যই হইল সমস্ত জীবকে উদ্ধার করা; অবশ্য ইহা অবতারের গৌণ উদ্দেশ্য। তিন উপায়ে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জীব-সমূহকে উদ্ধার করিয়াছেন। **সর্ব্বলোক**—সকল জীব; **নিস্তারিতে**—মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিতে। **ত্রিবিধ-প্রকার**—তিন রকম উপায়।

৩। জীব-নিস্তারের তিনটী উপায় কি, তাহা এই পয়ারে বলিতেছেন; সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ এবং আবির্ভাব—এই তিন উপায়ে প্রভু জীব উদ্ধার করিয়াছেন।

সাক্ষাদ্দর্শন—প্রভুর নিজ-স্বরূপের দর্শন দিয়া। যাঁহারা শ্রীনীলাচলে আগমন করিতেন, তাঁহারাই প্রভুর দর্শন পাইয়াছেন; অথবা, যে স্থানে প্রভু গমন করিয়াছেন, সেই স্থানের জীবসমূহও প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবানের দর্শন পাইলেই জীবের মায়া-বন্ধন ঘুচিয়া যায়। "ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ শ্রীমদ্ভাগবত—১।৩।২১॥" শ্রীভগবানের দর্শন পাইলে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয় এবং সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে।

আবেশ—কোনও উপযুক্ত ভক্ত যখন প্রভুরই ইচ্ছায় প্রভুর ভাবে আবিষ্ট হয়েন, তখন তাহাকে প্রভুর আবেশ বলে। আমরা ভূতের আবেশের কথা শুনিয়া থাকি। যাহাতে ভূতের আবেশ হয়, তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য কিছুই থাকে না—নিজের নাম, রূপ, দেহ আদির কথা কিছুই তাহার স্মরণ থাকে না। নাম জিজ্ঞাসা করিলে ভূতের নাম বলে, ধাম জিজ্ঞাসা করিলে ভূতের আবাস-স্থানের কথাই বলে ইত্যাদি। বস্তুতঃ ঐ জীবের দেহটীকে আশ্রয় করিয়া ভূতই নিজের সমস্ত কাজ করিয়া থাকে। ভগবদাবেশেও ঐরূপ। যাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের আবেশ হয়, তাঁহার নিজের কোনও বিষয়ের স্মৃতি থাকে না; তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান্‌ই স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন; আবিষ্ট ভক্তের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা,—এমন কি দেহের বর্ণ পর্য্যন্ত—সমস্তই ভগবানের মত হইয়া যায়। আগুনে পোড়া লাল লোহা যেমন সাময়িক-ভাবে নিজের ধর্ম্ম প্রায় হারাইয়া ফেলিয়া আগুনের বর্ণ ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, আবিষ্ট জীবও, যাঁহার আবেশ হয়, সাময়িকভাবে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাপ্ত হয়। তাহাতে তখন ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতারও সঞ্চার হয়। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এই রূপে একবার নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে আবিষ্ট হইয়াছিলেন; সুতরাং সেই সময়ে যাঁহারা নকুল-ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবৎ-কৃপায় উদ্ধার হইয়া গিয়াছেন।

যে কোনও জীবেই অবশ্য শ্রীভগবানের আবেশ হয় না। শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাবে যাঁহাদের চিত্ত সমুজ্জ্বল হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাঁহাদের মধ্যেই এই আবেশ সম্ভব। লঘুভাগবতামৃত বলেন, মহত্তম জীবগণই ভগবদাবেশের যোগ্য। জ্ঞান-শক্ত্যাদি-কলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ কৃষ্ণ। ১৮॥; ২।২২।৪৮ পয়ারের টীকায় মহৎ বা সাধুর লক্ষণ দ্রষ্টব্য। এই সমস্ত লক্ষণ সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে যাঁহাদের মধ্যে, তাঁহারাই মহত্তম।

আবির্ভাব—যানাদির সাহায্যে, অথবা পদব্রজে চলিয়া, অথবা অন্য কোনও লৌকিক উপায় অবলম্বনে—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে না যাইয়া হঠাৎ যে আত্ম-প্রকাশ, তাহাকে আবির্ভাব বলে। কোনও কোনও সময়ে শ্রীমন্‌-মহাপ্রভু নীলাচলে আছেন; ঠিক সেই সময়েই যদি বঙ্গদেশে সেন-শিবানন্দের গৃহে কেহ প্রভুর দর্শন পায়েন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শিবানন্দের গৃহে প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি নীলাচল হইতে হাটিয়া বা অন্য কোনও লৌকিক উপায়ে এখানে আসেন নাই; তিনি নীলাচলেই আছেন, অথচ হঠাৎ শিবানন্দের গৃহে আত্ম-প্রকাশ

প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ-আগে কৈল আবির্ভাব। | 'লোক নিস্তারিব'—এই ঈশ্বর-স্বভাব॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিলেন। ইহাকেই আবির্ভাব বলে। সর্ব্বব্যাপী বিভু বস্তুর পক্ষেই এইরূপ আবির্ভাব সম্ভব—অন্যের পক্ষে নহে। যিনি বিভু, তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র আছেন, অবশ্য লোকে সাধারণতঃ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি কৃপা করিয়া যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা, যে কোনও ব্যক্তিকে ইচ্ছা—দর্শন দিতে পারেন। এই ভাবের আত্ম-প্রকটনই আবির্ভাব।

৫। **প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ**—নৃসিংহানন্দ নামক প্রদ্যুম্ন। প্রদ্যুম্ন ইঁহার আসল নাম; ইনি শ্রীনৃসিংহের উপাসক ছিলেন; নৃসিংহে অত্যন্ত প্রীতি দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাকে নৃসিংহানন্দ ডাকিতেন। তদবধি তাঁহার নাম হয়, প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দ। **আগে**—অগ্রে, সাক্ষাতে। নৃসিংহানন্দের সাক্ষাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা পরে বর্ণনা করিতেছেন। **লোক নিস্তারিব** ইত্যাদি—সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব দ্বারা কিরূপে প্রভু সকল জীবকে উদ্ধার করিলেন, তাহা বলিতেছেন। **"এই ঈশ্বর স্বভাব"**—ঈশ্বরের স্বভাবই এই যে, তিনি লোক-নিস্তারের নিমিত্ত ব্যাকুল; তাই সাক্ষাদ্দর্শনাদি দ্বারা সকলকে উদ্ধার করিয়াছেন। প্রকট-লীলাকালে জীব উদ্ধারের অপর কোনও হেতুই নাই, একমাত্র ঈশ্বরের স্বভাব বা কৃপাই হেতু।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবান্ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু; জীব প্রাকৃত বস্ত, জীবের চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ও প্রাকৃত; কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারেনা; এই অবস্থায় প্রভু স্বয়ং সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেও জীব কিরূপে তাঁহার দর্শন পাইয়া উদ্ধার পাইতে পারে? উত্তর—ঈশ্বরের স্বভাবই ইহার হেতু, করুণা ঈশ্বরের স্বরূপগত ধর্ম্ম; এই করুণা-বশতঃ জীব-উদ্ধারের বাসনাও ঈশ্বরের স্বরূপগত ধর্ম্ম। এই স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃই তিনি যখন জীবের সাক্ষাতে আত্মপ্রকট করেন, তখন জীব যাহাতে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে, তিনি তাহাকে তাদৃশী শক্তি দিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাঁহার শক্তি ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেনা। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যতামিতং প্রভুম্॥—শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে।" তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দিলেই তাঁহাকে দেখা যায়। "যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি॥—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব। ৩৩৮।১৬।"

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, "লোক-নিস্তার"ই যদি "ঈশ্বরের স্বভাব" বা স্বরূপগত ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সকল সময়ে এই ধর্ম্মের অভিব্যক্তি নাই কেন? সকল সময়ে তিনি লোক নিস্তার করেন না কেন? উত্তর—করুণা শ্রীভগবানের স্বরূপগত ধর্ম্ম এবং ঐ করুণাবশতঃ লোক-নিস্তারের বাসনাও তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম এবং নিত্যই এই ধর্ম্মের অভিব্যক্তি আছে; তবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে এই করুণা-মূলক জীব-নিস্তারের বাসনা ক্রিয়া করিতেছে। বহির্ম্মুখতাবশতঃ এবং মায়ান্ধতা-বশতঃ মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে আপনা-আপনি কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগ্রত হইতে পারে না; সুতরাং জীব আপনা আপনি ভগবানের প্রতি উন্মুখ হওয়ার চেষ্টা করিতে পারেনা; তাই পরম-করুণ ভগবান্ জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকট করিয়াছেন; উদ্দেশ্য—শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জীব যদি নিজের দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইয়া ভগবদ্‌ভজনে উন্মুখ হয়। "মায়াবদ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান। জীবের কৃপায় কৈল বেদ-পুরাণ॥ ২।২০।১০৭॥" অপ্রকট লীলাকালে এই ভাবেই শ্রীভগবানের লোক-নিস্তারের স্বাভাবিকী বাসনা ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাতেও বিশেষ কিছু ফল হইতেছে না দেখিলে যুগাবতারাদি নানাবিধ অবতাররূপে তিনি জীবের সাক্ষাতে অবতীর্ণ হইয়াও জীবদিগকে ভগবদ্ বিষয়ে উন্মুখ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার ব্রহ্মার একদিনে একবার স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া আপামর-সাধারণকে উদ্ধার করিয়া লোক-নিস্তারের বাসনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, লোক-নিস্তার-বাসনার মূল হেতু যে করুণা, তাহাই যদি ঈশ্বরের স্বরূপগত ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে তিনি জীবসমূহকে মায়ার কবলে পতিত হইতে দিলেন কেন? আবার মায়িক জগতের সৃষ্টি করিয়া মায়াবদ্ধ জীবের অশেষ দুর্গতির বন্দোবস্তই বা করিলেন কেন?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উত্তর—শ্রীভগবান্‌ই যে জীবকে মায়ার কবলে পতিত করিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি "সত্যং শিবং সুন্দরম্"—তিনি মঙ্গলময়, সমস্ত মঙ্গলের নিধান, তিনি সুন্দর, তাঁহাদ্বারা অমঙ্গল কিছু হইতে পারে না, তাঁহাতে অসুন্দর বা অশোভন কিছুও সম্ভব নহে। জীব নিজের ইচ্ছাতেই মায়ার কবলে পতিত হইয়াছে। (ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধে সংসার-বন্ধনের হেতু"—অংশ দ্রষ্টব্য)। আর এই যে মায়িক প্রপঞ্চ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও জীবকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নহে। ছোট শিশুরা খেলার আমোদ উপভোগ করার নিমিত্তই যেমন খড় মাটীর ঘরবাড়ী তৈয়ার করিয়া থাকে, তাহাতে যেমন তাহাদের অন্য কোনই উদ্দেশ্য নাই, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবান্‌ও একমাত্র লীলাবশতঃই এই জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নহে—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্। বেদান্তসূত্র॥ ২।১।৩৩॥" জীব নিজ ইচ্ছায় আপন কর্ম্মফলে এই মায়িক প্রপঞ্চে আসিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছে। তজ্জন্য শ্রীভগবান্ দায়ী নহেন।

জীব শ্রীভগবানের চিৎকণ-অংশ, অতি ক্ষুদ্র অংশ। স্বতন্ত্র ভগবানের অংশ বলিয়া জীবেরও একটু স্বাতন্ত্র্য আছে; বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম তাহার ক্ষুদ্রতম অংশেও বর্ত্তমান থাকে; ক্ষুদ্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গেরও একটু দাহিকাশক্তি আছে। যাহা হউক, "স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে জীবের পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মফল যখন জীবকেই ভোগ করিতে হয়, তখন সহজেই বুঝা যায়, জীব তাহার স্বাতন্ত্র্যের কতকটা ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে পারে। জীবের এই অতি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য বা অণুস্বাতন্ত্র্য শ্রীভগবানের বিভু-স্বাতন্ত্র্যের ক্ষুদ্রতম অংশ হইলেও ইহা স্বাতন্ত্র্য তো বটে; সুতরাং পরিণামে ইহার মূল অংশী বিভু-স্বাতন্ত্র্য-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য হইলেও সাধারণতঃ জীব ইহা নিজ ইচ্ছানুরূপ কতকটা পরিচালিত করিতে পারে—নচেৎ স্বাতন্ত্র্যের স্বার্থকতাই থাকে না। রাজকর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতা আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইলেও ঐ আইনের বলেই তাঁহাদের কতকটা স্বাধীনতা আছে, স্থলবিশেষে তাঁহারা নিজেদের বিবেচনামত আইনের ব্যবহার করিতে পারেন—এই ক্ষমতা আইনই তাঁহাদিগকে দিয়াছে। অবশ্য সময় সময় যে এই ক্ষমতার অপব্যবহার না হয়, তাহা নহে; কিন্তু অপব্যবহার হইলেই স্বয়ং রাজা বা উচ্চতম রাজশক্তি এই অপব্যবহারের প্রতীকার করিতে পারেন; কিন্তু তাহা যখন তখন পারেন না। যথাসময়ে কৌশলক্রমে ইহার প্রতীকার হইয়া থাকে; নচেৎ রাজকর্ম্মচারীদিগের বিচার-বুদ্ধি ব্যবহারের স্বাধীনতা নিরর্থক হইয়া পড়ে। স্বতন্ত্রতার ধর্ম্মই এই যে, ইহা যাহার আছে—তা ইহা যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন—তাহাকে প্রায়ই অন্য-নিরপেক্ষ করিয়া ফেলে; তাই অণুস্বতন্ত্র জীবও নিজের ক্ষুদ্রতম স্বাতন্ত্র্যের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে প্রণোদিত হইয়া থাকে। অণুস্বাতন্ত্র্যের এই প্রণোদনার ফলেই অনাদিকাল হইতে কতক জীব ইচ্ছা করিলেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবেন; আবার কতক জীব ইচ্ছা করিলেন, মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া দেহ-দৈহিক বস্তুর সেবা করিবেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সঙ্কল্প করিলেন, তাঁহারা নিত্য মুক্ত, নিত্য কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ; মায়া তাঁহাদিগের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিল না। আর যাঁহারা তাহা না করিয়া মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিলেন, মায়ার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন, মায়াও তাঁহাদিগকে কবলিত করিলেন; তখন হইতেই তাঁহারা মায়াবদ্ধ, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। লীলাবশতঃ শ্রীভগবান্ যখন মায়াদ্বারা জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিলেন, তখন ঐ বহির্ম্মুখ জীব-সমূহও মায়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়িক জগতে আসিয়া পড়িলেন—মায়াকে তাঁহারা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন, কিছুতেই ছাড়িতেছেন না; তাই মায়া যেখানে যায়েন, তাঁহারাও সেই স্থানে যাইতে বাধ্য। যে মাটী দ্বারা কুম্ভকার ঘট তৈয়ার করে, তাহার সঙ্গে যদি ক্ষুদ্র এক কণিকা প্রস্তর থাকে, তাহাও ঐ মাটীর সঙ্গে কুম্ভকারের চাকায় উঠিয়া ঘুরিতে থাকে, ঘটের অঙ্গরূপে পরিণত হইয়া যায়। আবার ঘট যখন আগুনে দগ্ধ হইতে থাকে, ঐ প্রস্তর-কণিকাও তখন আগুনে দগ্ধ হইতে থাকে, ইহাতে কুম্ভকারের কোনও দায়িত্বই নাই। তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীব আমরাও মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়াছি বলিয়া মায়িক জগতে আসিয়া পড়িয়াছি, মায়াচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া কখনও স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছি, আবার কখনও বা অশেষবিধ নরক-যন্ত্রণাই সহ্য করিতেছি।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই সমস্তই আমাদের ইচ্ছাকৃত কর্ম্মের ফল—আমাদের অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারের ফল; এজন্য পরমকরুণ শ্রীভগবানের কোনও দায়িত্বই নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, লীলাসুখের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিলেন, আমাদের কর্ম্মফলে আমরা তাহার মধ্যে পড়িয়া নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতেছি। ইহাতে প্রকারান্তরে কি তাঁহার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইতেছে না? ইহাতে কি তাঁহার স্বরূপগত শিবত্ব (মঙ্গলময়ত্ব) ও করুণত্বের হানি হইতেছে না? উত্তর—সৃষ্ট-প্রপঞ্চে পতিত না হইলে যদি আমাদের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ দুঃখ-নিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা থাকিত, এবং সৃষ্ট প্রপঞ্চে পতিত হওয়ার দরুণ যদি আমাদের সেই সম্ভাবনা চিরতরে অন্তর্হিত হওয়ার আশঙ্কাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই মায়িক প্রপঞ্চের সৃষ্টিদ্বারা, জীবের প্রতি ভগবানের নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পাইত এবং তাঁহার শিবত্ব ও করুণত্বের হানি হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু তাহা হইতেছে না—সৃষ্টিদ্বারাই জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। তাহার হেতু এই:—প্রথমতঃ সৃষ্ট জগতে না আসিলে অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নিজেদের অণু-স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে অনাদিকাল হইতেই বহির্ম্মুখ জীব যে কর্ম্মফল অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার নিবৃত্তি না হইলে অন্তর্ম্মুখীনতা অসম্ভব। আবার ভোগ ব্যতীত কর্ম্মফলেরও নিবৃত্তি হইতে পারে না; কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইলে ভোগায়তন-দেহের প্রয়োজন। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব সূক্ষ্মাবস্থায় কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া কারণ সমুদ্রে অবস্থান করে, তখন তাহার ভোগায়তন দেহ থাকে না; সুতরাং তখন কর্ম্মফলের ভোগ হইতে পারে না। ভজনের দ্বারাও অবশ্য কর্ম্মফলের নিরসন হইতে পারে; কিন্তু জীব যখন সূক্ষ্মাবস্থায় কারণার্ণবে থাকে, তখন ভজনোপযোগী দেহ তাহার থাকে না। জীব যখন মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া মায়িক-বস্তুর সহিত প্রায় তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তাহার পক্ষে চিন্ময়দেহ প্রাপ্তিও অসম্ভব—মায়ার সম্বন্ধ যতক্ষণ থাকিবে, কর্ম্মবন্ধন যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ চিন্ময়-দেহে প্রবেশ জীবের পক্ষে অসম্ভব। বহির্ম্মুখ জীব চিন্ময় দেহ যখন পাইতে পারে না, কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত তাহাকে অবশ্যই জড়-দেহ আশ্রয় করিতে হইবে। প্রাকৃত সৃষ্টি না হইলে তাহার পক্ষে প্রাকৃত জড় দেহ সুদুর্লভ হইত, কর্ম্মফলের অবসানও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত। প্রাকৃত সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই জীব ভোগায়তন দেহ পাইয়াছে; এই দেহের সাহায্যে কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে যখন ভজনোপযোগী মানুষ দেহ লাভ করিবে, তখন কর্ম্মফল-ভোগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণভজন করিলে তাহার অনাদি-বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণে উন্মুখতা জন্মিতে পারে। সুতরাং লীলা-পুরুষোত্তমের লীলা-বাসনার ফলে জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়া থাকিলেও তাঁহার স্বরূপগতধর্ম্ম মঙ্গলময়ত্ব ও করুণত্বের ফলে এই মায়িক সৃষ্টিই মায়াবদ্ধ জীবের মোক্ষের সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছে।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—এত সব হাঙ্গামার কি প্রয়োজন ছিল? মায়িক-জগতে ভোগায়তন দেহে কর্ম্মফল-ভোগ করাইয়া, আবার ভজনোপযোগী দেহ দিয়া ভজন করাইয়া জীবের বহির্ম্মুখতা দূর করার হাঙ্গামায় যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? ভগবান্ তো সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি আবার পরমকরুণও, জীব-উদ্ধারের জন্য বাসনাও তাঁহার স্বরূপগত। এমতাবস্থায় সৃষ্ট-জগতে না আনিয়া, কারণার্ণবস্থিত সূক্ষ্মাবস্থ-জীবকেও তো তিনি মায়ামুক্ত করিয়া স্বীয়-চরণ-সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারিতেন?

উত্তর—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্বতন্ত্র ভগবানের ক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়া জীবেরও অণুস্বাতন্ত্র্য আছে; এই অণু-স্বাতন্ত্র্য অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার স্বরূপগত শক্তি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। যতক্ষণ এই স্বাতন্ত্র্য থাকিবে, ততক্ষণই ইহার গতি অপ্রতিহত থাকিবে; কারণ, অপ্রতিহত-গতিত্বই স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ। যতক্ষণ জীবের অস্তিত্ব থাকিবে, ততক্ষণ তাহার অণু-স্বাতন্ত্র্যও থাকিবে। জীব কিন্তু নিত্য, সুতরাং তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যও নিত্য—জীবের এই অণু-স্বাতন্ত্র্য কোনও সময়েই কেহ ধ্বংস করিতে পারে না; বোধ হয় স্বয়ং ভগবান্‌ও তাহা পারেন না; কারণ, তিনি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও, নিত্য-বস্তুর স্বরূপ তিনিও ধ্বংস করিতে পারেন না। ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয় না—যে জিনিষের ধ্বংসই নাই, তাহা ধ্বংস করিতে না পারিলে কাহারও অক্ষমতা প্রকাশ পায় না। কেহ যদি মানুষের শৃঙ্গ না দেখে, তবে তাহার দৃষ্টি-শক্তির দোষ দেওয়া যায় না—কারণ, যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহা না দেখায় দোষ হইতে পারে না। যাহা হউক, জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য যখন নিত্য, তখন তাহা শ্রীভগবান্‌ও নষ্ট করিতে পারেন না—তবে শ্রীভগবান্ তাহার গতি-পরিবর্ত্তন করিতে পারেন; কারণ, জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য তাঁহারই বিভু-স্বাতন্ত্র্যের অংশ, সুতরাং তাঁহাদ্বারা নিয়ম্য। কিন্তু অণু-স্বাতন্ত্র্যের এই গতি-পরিবর্ত্তনও বলপূর্ব্বক করা যায় না—বল-প্রয়োগ স্বাতন্ত্র্য-বিরোধী; কৌশলে অণু-স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছা জন্মাইয়া তারপর অণু-স্বাতন্ত্র্যের নিজের দ্বারাই গতি-পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে।

অনাদিকাল হইতে মায়াবদ্ধ জীব তাহার স্বাতন্ত্র্যকে বহির্ম্মুখী গতি দিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণকে পেছনে রাখিয়া বাহিরের মায়ার দিকে ছুটাইয়া দিয়াছে। এই গতি ফিরাইবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ চেষ্টাও করিতেছেন যথেষ্ট—শাস্ত্র-গ্রন্থাদি প্রচার করিয়া, যুগাবতারাদিরূপে উপদেশ দিয়া, স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া উপদেশ দিয়া, ভজন শিক্ষা দিয়া নানা উপায়ে জীবের এই স্বাতন্ত্র্যের গতি নিজের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই সার্ব্বজনীনভাবে কোনও ফল পাওয়া যাইতেছে না। ইহাতেই বুঝা যায়, জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও ইহার শক্তি একেবারে উপেক্ষণীয় নহে, বলপ্রয়োগে ইহার গতি-পরিবর্ত্তন অসম্ভব; ইহার গতি-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে কৌশলে। কৌশলক্রমে যদি এই অণু-স্বতন্ত্র-জীবের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহা হইলে এই স্বাতন্ত্র্যের গতি শ্রীকৃষ্ণের দিকে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, অন্যথা ইহা অসম্ভব। মায়িক প্রপঞ্চের সৃষ্টিই এই কৌশল-জালের বিস্তার। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব যখন মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া মায়িক সুখভোগের জন্যই লালায়িত হইয়াছে, সেই দিকেই যখন তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যকে সে ধাবিত করিয়াছে, তখন কিছু ভোগ ব্যতীত তাহার বলবতী লালসা প্রশমিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বনমধ্যস্থিত প্রচুর তৃণরাজির লোভে যে পশু বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিছু তৃণভোগ না করিতে দিলে, তাহার গতি প্রশমিত হইবে না—পেছন হইতে যতই দৌড়াইবে, ততই বৰ্দ্ধিতবেগে সে বনের মধ্যে প্রবেশ করিবে; পেছন হইতে তাড়া না করিয়া তাহাকে যদি তৃণে মুখ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার গতি প্রশমিত হইবে, তখনই তাহাকে ধরিয়া গৃহে আনয়ন করা সম্ভব হইবে। জীব মায়িক জগতের সুখের লোভে উধাও হইয়া ছুটিয়াছে; তখন তাহার সাক্ষাতে চিন্ময় জগতের সুখের চিত্র উপস্থিত করিলেও তাহাতে সে লুব্ধ হইবে না—কারণ, সে হয়ত মনে করিবে, মায়িক জগতের সুখ তদপেক্ষাও মধুরতর। তাই বোধ হয়, শ্রীভগবান্ কৌশলে তাহাকে মায়িক জগতে সুখভোগ করিতে দিলেন। জীব মায়িক জগতের সুখের আস্বাদ যখন পাইয়াছে, তখন ভগবান্ শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে ও যুগাবতারাদির মুখে চিন্ময় জগতের সুখ-বার্ত্তা-প্রচাররূপ-কৌশল বিস্তার করিয়া ভগবৎ-সেবা-সুখে জীবকে লুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন; যে ভাগ্যবান্ জীব তখন তাহার উপভুক্ত মায়িক সুখ অপেক্ষা ভগবৎ-সেবা-সুখের অধিকতর লোভনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে, সে তখনই তাহার স্বাতন্ত্র্যের গতি শ্রীকৃষ্ণের দিকে ফিরাইয়া দিয়া ধন্য হইয়া যায়। শাস্ত্রাদির প্রচাররূপ কৌশলেও যখন বিশেষ ফল পাওয়া যায় না, তখন সময় সময় পরমকরুণ ভগবান্ নিজের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়ী লীলা প্রকটন করিয়া জীবের সাক্ষাতে একটী অপূর্ব্ব লোভনীয় বস্তু-ধারণরূপ কৌশল বিস্তার করেন—উদ্দেশ্য এই যে, জগৎ দেখুক, জীব যে মায়িক আনন্দে বিভোর হইয়া আছে, তাহা অপেক্ষা লীলাপুরুষোত্তমের সেবায় কত বেশী সুখ। এই লীলাদর্শন করিয়া বা লীলার কথা শুনিয়া যাঁহারা নিজের উপভুক্ত সুখের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারাই নিজের অণুস্বাতন্ত্র্যের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখী করিয়া দেন। এইরূপ কৌশলেই পরমকরুণ ভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করেন—সৃষ্টি-লীলা ব্যতীত এই জাতীয় কৌশল-প্রয়োগের সম্ভাবনা নাই। তাই বোধ হয় সৃষ্টিলীলায় প্রবেশ না করাইয়া তিনি জীবকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন না।

সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগত তারিল।
একবার যে দেখিল, সে কৃতার্থ হৈল ॥ ৬
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুন গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥ ৭
আর নানাদেশের লোক আসি জগন্নাথ।
চৈতন্যচরণ দেখি হইল কৃতার্থ ॥ ৮
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী।
দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি ॥ ৯
প্রভুকে দেখিয়া যায় 'বৈষ্ণব' হইয়া।
'কৃষ্ণ' কহি নাচে সভে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবের অণু-স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—দেখা যাইতেছে, যেন অণুস্বাতন্ত্র্যই জীবের অশেষ দুঃখের কারণ। ভগবান্ জীবকে এই অণু-স্বাতন্ত্র্য দিলেন কেন? উত্তর—এই "কেন"-এর কোনও অর্থ নাই। জীবের স্বরূপের ন্যায় তাহার অণু-স্বাতন্ত্র্যও অনাদি; অনাদি বস্তু সম্বন্ধে "কেন"-প্রশ্ন উঠিতে পারে না; পারিলে তাহা অনাদি হইত না। কিন্তু জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার অণু-স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োগ-স্থান শ্রীকৃষ্ণ-সেবায়; কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে সেবা হইয়া যায় যান্ত্রিক সেবার মতন; যান্ত্রিক-সেবায়—সেবার তাৎপর্য্য—সেব্যের প্রীতিবিধান—রক্ষিত হইতে পারে না। একটু স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে কোনও সেবার পরিপাটী সকল সময়ে সম্ভব হয় না,—সেব্যের মন বুঝিয়া, ভাব বুঝিয়া সেবা করা যায় না। প্রতিপদে আদেশের অপেক্ষা থাকিলে সেইরূপ সেবা সম্ভব হয় না। একটা দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কান্তাভাবের কোনও সাধনসিদ্ধ পরিকরস্থানীয়া সেবিকাকে তাঁহার গুরুরূপা সখী বা শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি সখী যেন আদেশ করিলেন—যাও শ্রীশ্রীপ্রাণেশ্বর-প্রাণেশ্বরীর জন্য ফুলের মালা গাঁথিয়া আন। ফুল কোথায় পাওয়া যাইবে, কি ফুলের কত ছড়া মালা গাঁথিতে হইবে, কত লম্বা মালা গাঁথিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে কোনওরূপ আদেশ দেওয়া হইল না; এ সকল বিষয়ে আদেশ পাওয়া গেল না বলিয়া যদি সেই সেবিকা মালা গাঁথার আদেশ পালনে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সেবাই সম্ভব হইতে পারে না। এ সকল বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বাতন্ত্র্য প্রয়োগ করিবেন—তাঁহার পছন্দমত মনোরম ফুল তুলিয়া পছন্দমত মালা গাঁথিবেন—যাতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ প্রীতি লাভ করিতে পারেন। তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য হইবে—গুরুরূপা সখী আদির আদেশের অনুগত; তাই ইহা অণু-স্বাতন্ত্র্য, আনুগত্যময় স্বাতন্ত্র্য। আর একটা দৃষ্টান্ত। গুরুরূপা সখীর বা ললিতা-বিশাখাদি কাহারও আদেশে সাধনসিদ্ধ সেবিকা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। গ্রীষ্মকাল। যুগলকিশোর বন ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্রামের প্রয়োজন বুঝিয়া সেবিকা রত্নবেদীতে নির্ব্বৃন্ত কুসুমের আস্তরণ প্রস্তুত করিয়া দিবেন, তাঁহাদের অঙ্গে কর্পূর-বাসিত সুশীতল চন্দন দিবেন, তাঁহাদের অঙ্গে চামর ব্যজন করিবেন ইত্যাদি। অথচ এই এই ভাবে সেবা করিবার জন্য হয়তো সেই সেবিকা বিশেষ আদেশ পায়েন নাই; তাঁহার অণু-স্বাতন্ত্র্যের ব্যবহার করিয়াই তিনি এসমস্ত সময়োপযোগী সেবা করিয়া থাকেন। এসকল সেবাও আদিষ্ট সেবা বিষয়ে সাধারণ আদেশের অন্তর্ভুক্ত; এ সকল সময়োপযোগী সেবা যে অণু-স্বাতন্ত্র্যের ফল, তাহাও সেবার সাধারণ আদেশের অনুগত।

এ সমস্ত কারণেই বলা যায়, কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্যই অণু-স্বাতন্ত্র্যের বা আনুগত্যময় স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই অণু-স্বাতন্ত্র্যকে দেহের সেবায় নিয়োজিত করিয়াই মায়াবদ্ধ জীব তাহার অপব্যবহার করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

৬। **সাক্ষাদ্দর্শনে**—সাক্ষাদ্দর্শন-দ্বারা। **জগত**—জগদ্‌বাসী।

৭। **গৌড়দেশের**—বাঙ্গালা দেশের। **প্রত্যব্দ**—প্রতি বৎসর। ২।১।৪৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। **আর নানা দেশের**—গৌড় ভিন্ন অন্যান্য বহুদেশের। **আসি জগন্নাথ**—জগন্নাথক্ষেত্র-নীলাচলে আসিয়া।

৯-১০। **সপ্তদ্বীপ**—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ।

এইমত ত্রিজগৎ দর্শনে নিস্তারি।
যে কেহো আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥ ১১
তা-সভা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্য-ভক্ত-জীবদেহে করেন আবেশে ॥ ১২
সেই জীবে নিজশক্তি করেন প্রকাশে।
তাহার দর্শনে 'বৈষ্ণব' হয় সর্ব্বদেশে ॥ ১৩

এই মত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে ঐছে আবেশ, করি দিগ্‌দরশন ॥ ১৪
আম্বুয়ামুলুকে হয় নকুলব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো—বড় অধিকারী ॥ ১৫
গৌড়দেশের লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নবখণ্ড—জম্বুদ্বীপের নয়টী ভাগ ; ইহাদিগকে বর্ষও বলে। তাহাদের নাম যথা :—নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, কুরু, হিরন্ময়, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল।

পৃথিবী জম্বু, প্লক্ষ, প্রভৃতি সাতটী দ্বীপে বিভক্ত ; জম্বুদ্বীপ আবার নয়টী বর্ষে বিভক্ত ; অন্যান্য দ্বীপেরও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অংশ আছে। পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্বীপ এবং সমস্ত বর্ষের, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানের লোক-সমূহই নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিয়া বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছেন, প্রভুর চরণদর্শনের প্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কেবল মনুষ্যগণ নহে—দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণও মনুষ্যবেশে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ-দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

সাক্ষাৎ-দর্শনের দ্বারা প্রভু কিরূপে জগৎ উদ্ধার করিলেন, তাহাই বলা হইল।

১১। **এইমত**—সাক্ষাৎ-দর্শনদ্বারা।

সাক্ষাদ্দর্শনদ্বারা প্রভু ত্রিজগৎ উদ্ধার করিলেন। যাঁহারা সংসারাসক্ত বলিয়া গৃহ-বৃত্তাদি ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে উদ্ধারের নিমিত্ত পরমকরুণ প্রভু সেই সেই দেশে উপযুক্ত ভক্তের দেহে আবেশ দ্বারা নিজশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেক সংসারী—যাহারা সংসারে আবদ্ধ, সুতরাং গৃহ-বিত্তাদি ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিতে পারেনা, এমন অনেক লোক আছে।

১২। **তা-সভা**—ঐ সমস্ত সংসারী লোকদিগকে।

সেই সব দেশে—যে যে দেশে ঐ সকল সংসারী লোক বাস করে, সেই সেই দেশে।

যোগ্য-ভক্ত-জীব-দেহে—শ্রীভগবদাবেশের যোগ্য ভক্তরূপ জীবের দেহে। ভক্তের দেহেই ভগবানের আবেশ হইতে পারে, অভক্তের দেহে আবেশ সম্ভব নহে। ভক্তের মধ্যেও সকলের দেহে নহে—যাঁহারা উপযুক্ত, নির্ম্মল-চিত্ত, শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাবে যাঁহাদের চিত্ত সমুজ্জ্বল হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাঁহাদের দেহই ভগবদাবেশের যোগ্য। কারণ, শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবানের আবির্ভাব অন্যত্র অসম্ভব। ৩।২।৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩। **সেই জীবে**—যাঁহার দেহে ভগবানের আবেশ হয়, তাঁহার মধ্যে। **নিজ শক্তি**—শ্রীভগবানের নিজ শক্তি, লোক নিস্তারের শক্তি।

১৪। **গৌড়ে ঐছে** ইত্যাদি—গৌড়েও (বাঙ্গালাদেশেও) যে প্রভুর ঐরূপ আবেশ হইয়াছিল, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

এই পয়ারের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও গ্রন্থে এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় :—"এইমত ত্রিভুবন তারিল আবেশে। ঐছে আবেশ কিছু কহিয়ে বিশেষে॥ গৌড়ে যৈছে আবেশ তাহা করিয়ে বর্ণন। সম্যক্ না যায় কহা কহি দিগ্‌দরশন ॥"

১৫। নকুলব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবেশের কথা বলিতেছেন।

গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া ॥ ১৭
অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ—সাত্ত্বিকবিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন-হুঙ্কার ॥ ১৮
তৈছে গৌরকান্তি তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহা দেখিবারে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ ॥ ১৯
যারে দেখে, তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
তাহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম ॥ ২০
'চৈতন্য-আবেশ হয় নকুলের দেহে।'
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥ ২১
পরীক্ষা করিতে তার যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল—॥ ২২
আপনে আমাকে বোলায় 'ইহাঁ আমি' জানি।
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আম্বুয়া মুলুকে—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার নিকটবর্ত্তী অম্বিকায়। **বড় অধিকারী**—ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী।

১৭। **গ্রহগ্রস্ত প্রায়**—কোনও গ্রহের আবেশ হইলে লোক যেমন আর নিজের বশে থাকে না, গ্রহের বশীভূত হইয়াই সমস্ত আচরণ করে, নকুল-ব্রহ্মচারীও প্রভুর আবেশে তদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

"গ্রহগ্রস্ত প্রায়" বলার হেতু এই যে, নকুল-ব্রহ্মচারী বাস্তবিক গ্রহগ্রস্ত হন নাই, গ্রহগ্রস্তের তুল্য (প্রায়)-আত্ম-বশ হারাইয়াছিলেন।

হাসে কাঁদে ইত্যাদি—এই সমস্ত প্রেমের বিকার। জীবকে প্রভু প্রেমবিতরণ করাইবেন বলিয়াই নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে প্রেমশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন।

১৯। **তৈছে গৌরকান্তি**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তি। জ্বলন্ত-লৌহকে আগুনে-আবিষ্ট লৌহ বলা যায়। জ্বলন্ত-লৌহ যেমন আগুনের কান্তিই ধারণ করে, গৌরের আবেশে, নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহও তদ্রূপ গৌরবর্ণ হইয়া গেল। **তৈছে সদা প্রেমাবেশ**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবের আবেশে নকুল-ব্রহ্মচারীরও প্রভুর মতনই সর্ব্বদা প্রেমাবেশ থাকিত। প্রেমদান-শক্তির আবেশ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় গৌরকান্তি।

২০। **কহে**—নকুল ব্রহ্মচারী বলেন। **প্রেমোদ্দাম**—প্রেমে মত্ত, প্রেমের প্রভাবে লোকাপেক্ষাদিশূন্য।

২১। নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছে, ইহা শুনিয়া শিবানন্দসেন, একটু সন্দিগ্ধ-চিত্তে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে বাস্তবিকই প্রভুর আবেশ হইয়াছে কিনা, সেই বিষয়ে—শিবানন্দের সন্দেহ হইয়াছিল।

২২। **পরীক্ষা**—নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে বাস্তবিকই প্রভুর আবেশ হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য শিবানন্দের ইচ্ছা হইল। সেন শিবানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, নকুল ব্রচহ্মচারী কি বস্তু, ব্রহ্মচারীর প্রতি প্রভুর যে অসাধারণ কৃপা, তাহাও শিবানন্দ জানেন। সুতরাং ব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের সন্দেহের কোনও হেতু দেখা যায় না। ভগবদ্বিষয়ে সন্দেহাকুল চিত্ত বহির্ম্মুখ জীবের সন্দেহ নিরসনের জন্যই শিবানন্দসেন কর্ত্তৃক এই পরীক্ষা বলিয়া মনে হয়। **বাহিরে রহিয়া** ইত্যাদি—শিবানন্দ নকুল-ব্রহ্মচারীর বাড়ীতে গেলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর নিকটে গেলেন না। দূরে, বাড়ীর বাহিরে থাকিয়া, কিরূপে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবেন, তাহাই বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

২৩। **শিবানন্দ বিচার** করিলেন—"যদি বাস্তবিকই নকুল-ব্রহ্মচারীতে সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর আবেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মচারীও এখন নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন। যদি ব্রহ্মচারীর সর্ব্বজ্ঞতার কোনও পরিচয় পাই, তাহা হইলেই বুঝিব যে, তাঁহার আবেশ ঠিকই। আচ্ছা, দুইটী বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা পরীক্ষা করিব। প্রথমতঃ, আমি যে এখানে অপেক্ষা করিতেছি, তাহাতো ব্রহ্মচারী এখনও দেখেন নাই; আর কেহও আমাকে লক্ষ্য করে নাই।

তবে জানি ইঁহাতে হয় চৈতন্য-আবেশ।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশ ॥ ২৪
অসংখ্য লোকের ঘটা—কেহো আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহো দর্শন না পায় ॥ ২৫
আবেশে ব্রহ্মচারী কহে—শিবানন্দ আছে দূরে।
জন-দুই চারি যাহ—বোলাহ তাহারে॥ ২৬
চারিদিগে ধায় লোক 'শিবানন্দ!' বলি।
'শিবানন্দ কোন্?' তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী ॥২৭
শুনি শিবানন্দসেন আনন্দে আইলা।
নমস্কার করি তাঁর নিকটে বসিলা ॥ ২৮
ব্রহ্মচারী বোলে—"তুমি যে কৈলে সংশয়।
একমন হঞা শুন তাহার নিশ্চয় ॥ ২৯
গৌরগোপালমন্ত্র তোমার চারি-অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করিয়াছ অন্তর ॥" ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এমতাবস্থায়, আমি এখানে আছি, ইহা জানিতে পারিয়া যদি আমার নাম ধরিয়া আমাকে ব্রহ্মচারী নিজে ডাকেন, তবে বুঝিব যে বাস্তবিকই তাঁহার মধ্যে সর্ব্বজ্ঞতা সঞ্চারিত হইয়াছে, তাঁহাতে প্রভুর আবেশ হইয়াছে।" এই একটী পরীক্ষায় শিবানন্দের সন্দেহ সম্যক্রূপে দূরীভূত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, তিনি যে এখানে অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা ব্রহ্মচারী না দেখিয়া থাকিলেও অপর কেহ দেখিয়াও তো ব্রহ্মচারীর নিকটে বলিতে পারে? তাই আর একটী বিষয়ে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহা এই:—দ্বিতীয়তঃ, শিবানন্দ মনে ভাবিলেন—"আমার যে ইষ্টমন্ত্র, তাহা আমি জানি, আর আমার গুরুদেব-মাত্র জানেন; ইহা অপর কেহই জানে না। আর শ্রীমন্মহাপ্রভু অবশ্যই তাহা জানেন; কারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি। ব্রহ্মচারী যদি বলিতে পারেন যে, আমার ইষ্ট-মন্ত্র কি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিব যে, তাঁহাতে নিশ্চয়ই প্রভুর আবেশ হইয়াছে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া শিবানন্দসেন ব্রহ্মচারী হইতে কিছু দূরে প্রচ্ছন্ন ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

২৫-২৬। "অসংখ্য লোকের ঘটা" ইত্যাদি দুই পয়ার। ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অসংখ্য লোকের সমাবেশ হইয়াছে; কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে। এত লোক যে, সকলে লোকের ভিড় ঠেলিয়া ব্রহ্মচারীর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেও পারিতেছে না। সকলেই নিজ নিজ দর্শনের জন্য ব্যস্ত; সুতরাং কোথায় শিবানন্দ আছে, কে তার খোঁজ নেয়? এমন সময় আবেশ-ভরে ব্রহ্মচারী বলিলেন—"শিবানন্দ-সেন দূরে অপেক্ষা করিতেছে; দু'চারিজন যাইয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।"

২৭। ব্রহ্মচারীর আদেশ-মাত্রই শিবানন্দকে ডাকিবার নিমিত্ত চারিদিকে লোক ছুটিয়া গেল। যাহারা ছুটিয়া গেল, তাহারা বলিতে লাগিল—"শিবানন্দ! শিবানন্দ! শিবানন্দ কার নাম? শীঘ্র বাহির হইয়া আইস। তোমাকে ব্রহ্মচারী ডাকিতেছেন।"

চারি দিকে ধায়—শিবানন্দ কোন্ দিকে কোন্ স্থানে আছেন, তাহা ব্রহ্মচারী বলেন নাই; তাই সকল দিকেই তাঁহাকে খোঁজ করার জন্য লোক ছুটিল।

২৮। শুনি ইত্যাদি—লোকের ডাক শুনিয়া শিবানন্দের অত্যন্ত আনন্দ হইল; কারণ, তাঁহার পরীক্ষা ফলিতে আরম্ভ করিল; বাস্তবিকই প্রভুর আবেশ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার আনন্দ হইল। শিবানন্দ যাইয়া ব্রহ্মচারীকে নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকটে বসিলেন। তাঁহার একটী পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, আর একটী বাকী আছে।

২৯-৩০। শিবানন্দের মনের ভাব জানিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন—"শিবানন্দ, আমার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হইয়াছে। আচ্ছা বেশ; আমি তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি। তোমার ইষ্টমন্ত্র কি, তাহা আমার মুখে শুনিতে চাহিয়াছ। শুন। চারি-অক্ষর-গৌর-গোপাল মন্ত্রে তোমার দীক্ষা। এখন হইল তো? যে সন্দেহ করিয়াছ, তাহা দূর কর। এই আবেশ সত্য।"

গৌর-গোপাল-মন্ত্র—এইটী চারি অক্ষরের মন্ত্র। ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং। ইহা শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র। প্রকটলীলাতে কোনও একস্থানের যোগপীঠে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া ছিলেন। সেই যোগপীঠের স্বর্ণবর্ণ কমলের জ্যোতিঃ যখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পতিত

তবে শিবানন্দসেন প্রতীত হইল।
অনেক সম্মান ভক্তি তাঁহারে করিল ॥ ৩১
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় 'আবির্ভাব' ॥ ৩২
শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাসকীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে ॥ ৩৩
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সতত আবির্ভাব।
'প্রেমাকৃষ্ট হয়ে' প্রভুর সহজ স্বভাব ॥ ৩৪
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া ॥ ৩৫
শিবানন্দের ভাগিনা—শ্রীকান্তসেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তেহোঁ বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে গৌরবর্ণ দেখাইয়াছিল। এতাদৃশ লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণকেই এস্থলে গৌর-গোপাল বলা হইয়াছে।

৩২-৩৩। "আবেশের" কথা বলিয়া এক্ষণে "আবির্ভাবের" কথা বলিতেছেন। আবির্ভাব আবার দুই শ্রেণীর ; এক নিত্য আবির্ভাব ; আর—সাময়িক আবির্ভাব। প্রথমে নিত্য আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন। চারিস্থানে প্রভুর নিত্য আবির্ভাব হইত—শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দের নর্ত্তনে, শ্রীবাসের কীর্ত্তনে, আর রাঘবের গৃহে।

শচীর মন্দিরে—ভোজনের সামগ্রী একত্রিত করিয়া শচীমাতা যখন শ্রীনিমাইর প্রিয় ব্যঞ্জনাদির কথা স্মরণ করিয়া নিমাইর বিরহে অঝোর নয়নে কাঁদিতেন, তখন শ্রীনিমাই শচীর গৃহে আবির্ভূত হইয়া ভোজন করিতেন। শচীমাতার শুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমের আকর্ষণেই প্রভু তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইতেন। **নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে**—কোন কোন গ্রন্থে "নিত্যানন্দ-কীর্ত্তনে" পাঠ আছে। শ্রীনিত্যানন্দ যখন প্রেমেবেশে নৃত্য (পাঠান্তরে কীর্ত্তন) করিতেন, তখন ঐ স্থলে প্রভুর আবির্ভাব হইত।

৩৪। উক্ত চারিস্থানে নিত্য আবির্ভাবের হেতু বলিতেছেন—**প্রেমাকৃষ্ট** ইত্যাদি বাক্যে। প্রভুর স্বভাবই এই যে, তিনি প্রেমের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েন। এইরূপে শচীমাতা, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও শ্রীরাঘবের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি উক্ত চারি স্থানে নিত্য আবির্ভূত হইতেন।

৩৫। নিত্য আবির্ভাবের কথা বলিয়া এক্ষণে সাময়িক আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন। সেন-শিবানন্দের গৃহে এক সময়ে প্রভু এই ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন।

এক সময়ে শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত একাকী প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে গিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"শ্রীকান্ত, গৌড়ে ফিরিয়া যাইয়া তত্রত্য ভক্তগণকে বলিও, তাঁহারা যেন এ বৎসর আর রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে আমাকে দেখিবার জন্য এখানে না আইসেন। কারণ, আমিই এ বৎসর গৌড়ে যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিব। আর, তোমার মামা শিবানন্দকে বলিও, আগামী পৌষমাসে আমি হঠাৎ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইব।" শ্রীকান্ত গৌড়ে আসিয়া সমস্ত বলিলেন ; শুনিয়া কেহই সে বৎসর নীলাচলে গেলেন না। পৌষমাস যখন আসিল, তখন শিবানন্দ অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত প্রত্যহই প্রভুর ভিক্ষার জন্য নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখেন ; কিন্তু প্রভু আসিলেন না। এইরূপে উৎকণ্ঠায় ও দুঃখে মাস যখন প্রায় শেষ হয়, তখন একদিন শিবানন্দের গৃহে নৃসিংহানন্দ আসিলেন এবং শিবানন্দের মুখে সমস্ত শুনিলেন—দুই দিন ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে বলিলেন, "প্রভু কল্য এখানে আসিবেন, তোমরা পাক-সামগ্রী যোগাড় কর।" পরদিন তিনি নানাবিধ ব্যঞ্জন পাক করিয়া জগন্নাথ, নৃসিংহ ও প্রভুর তিন ভোগ লাগাইলেন—ধ্যানস্থ হইয়া ভোগ চিন্তা করিতে লাগিলেন—তখন দেখিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু একাই তিনটী ভোগ গ্রহণ করিতেছেন। প্রভু আবির্ভূত হইয়াই শিবানন্দের গৃহে আহার করিলেন, তাহা কেবল নৃসিংহানন্দই দেখিলেন, আর কেহ দেখেন নাই বটে, কিন্তু পরে তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন।

নৃসিংহানন্দের-আগে—সেনশিবানন্দের গৃহে নৃসিংহানন্দের (প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারীর) সাক্ষাতে।

এক বৎসর তেঁহো প্রথমেই একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর ॥ ৩৭
মহাপ্রভু দেখি তারে বহু কৃপা কৈলা।
মাসদুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ৩৮
তবে প্রভু তারে আজ্ঞা দিল গৌড় যাইতে।
"ভক্তগণে নিষেধিহ এথাকে আসিতে ॥ ৩৯
এ বৎসর তাহাঁ আমি যাইব আপনে।
তাহাঁই মিলিব সব অদ্বৈতাদি-সনে ॥ ৪০
শিবানন্দে কহিয়—আমি এই পৌষমাসে।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাঁহার আবাসে ॥ ৪১
জগদানন্দ হয় তাহাঁ, তেঁহো ভিক্ষা দিবে।
সভাকে কহিয়—এ-বর্ষ কেহো না আসিবে ॥" ৪২
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল ॥ ৪৩
চলিতেছিলা আচার্য্যগোসাঞি রহিলা স্থির হঞা।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥ ৪৪
পৌষমাস আইলে দোঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যাপর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া ॥ ৪৫
এইমত মাস গেল, গোসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী বড় হৈলা। ৪৬
(আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাহাঁই আইলা।
দোঁহে তারে মিলি তবে স্থানে বসাইলা ॥) ৪৭
দোঁহে দুঃখী দেখি তবে কহে নৃসিংহানন্দ—।
তোমাদোঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ ? ॥ ৪৮
তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা—।
'আসিব' আজ্ঞা দিলা প্রভু কেনে না আইলা ॥ ৪৯
শুনি ব্রহ্মচারী কহে—করহ সন্তোষে।
আমি ত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে ॥ ৫০
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জন।
'আনিব প্রভুরে এথা' নিশ্চয় কৈল মন ॥ ৫১
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—তাঁর নিজ নাম।
'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈল গৌরধাম ॥ ৫২
দুইদিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল—।
পানীহাটিগ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥ ৫৩
কালি মধ্যাহ্নে তেহোঁ আসিবেন মোর ঘরে।
পাকসামগ্রী আন, আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে ॥ ৫৪
(তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিল, কিছু সন্দেহ না কর ॥ ৫৫
যে চাহিয়ে, তাহা কর হইয়া তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর ॥) ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৭। **আইলা**—নীলাচলে আসিলেন।

৪০। **তাহাঁ**—গৌড়-দেশে। **যাইব আপনে**—মহাপ্রভু গৌড়ে যাওয়ার কথা বলিলেন; কিন্তু তিনি আবির্ভাবে মাত্র গিয়াছিলেন, লৌকিক উপায়ে পদব্রজাদিতে যায়েন নাই।

৪২। **ভিক্ষা দিবে**—জগদানন্দ পাক করিয়া আমাকে খাইতে দিবে।

৪৩। **সন্দেশ**—বার্ত্তা, সংবাদ।

৪৪। **চলিতেছিলা**—শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু প্রভুর দর্শনের আশায় নীলাচলে যাত্রার যোগাড় করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকান্তের মুখে প্রভুর কথা শুনিয়া যাত্রা বন্ধ করিলেন।

৪৫। **দোঁহে**—শিবানন্দ ও জগদানন্দ। **সামগ্রী**—ভিক্ষার উপচার।

৪৭। **তাহাঁই**—শিবানন্দের গৃহে। **দোঁহা**—জগদানন্দ ও শিবানন্দ। **স্থানে**—উপযুক্ত আসনে।

৫০। **তৃতীয়-দিবসে**—পরশ্ব।

৫৩। **পানিহাটি গ্রামে**—২৪ পরগণা জেলায় এই গ্রাম; এই স্থানেই দাসগোস্বামীর চিড়ামহোৎসব হইয়াছিল।

৫৫-৫৬। "তবে তাঁর" হইতে "শুন অতঃপর" পর্য্যন্ত দুই পয়ার কোন কোন গ্রন্থে নাই।

পাকসামগ্রী আন—আমি যে-যে চাই।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই ॥ ৫৭
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার।
নানা ব্যঞ্জন পিঠা ক্ষীর নানা উপহার ॥ ৫৮
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাঢ়িল।
চৈতন্যপ্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল ॥ ৫৯
ইষ্টদেব নৃসিংহ-লাগি পৃথক্ বাঢ়িল।
তিন জনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল ॥ ৬০
দেখি—আসি শীঘ্র বসিলা চৈতন্যগোসাঞি।
তিন ভোগ খাইল, কিছু অবশিষ্ট নাই ॥ ৬১
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন, পড়ে অশ্রুধার।
'হা হা কি কর কি কর' বলি করয়ে ফুৎকার ॥৬২
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ? ॥ ৬৩
নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাস? ॥ ৬৪
ভোজন দেখিয়া যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাস ॥ ৬৫
'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—চৈতন্যগোসাঞি।
জগন্নাথ নৃসিংহ-সহ কিছু ভেদ নাই ॥' ৬৬
ইহা জানবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

৬০। **ইষ্টদেব**—প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; তাই শ্রীনৃসিংহ-দেব তাঁহার ইষ্টদেব। **তিন জনে**—শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীনৃসিংহ এই তিন জনকে তিন জনের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে ভোগ নিবেদন করিলেন। **বাহিরে**—ভোগ নিবেদন করিয়া ভোগ-মন্দিরের বাহিরে আসিয়া ভোগের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

৬১। **দেখি**—ব্রহ্মচারী দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়া ভোগ-ঘরে প্রবেশ করিয়া আসনে বসিলেন; তারপর তিন ভোগই একাকী সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মচারী ধ্যানেই এস্থলে প্রভুর দর্শন পাইয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রকরণ-সম্মত বলিয়া মনে হয় না। প্রথমেই বলা হইয়াছে 'নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হইয়া। ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া॥ ৩।২।৩৫।"; তার পরে এই ঘটনাটী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, ব্রহ্মচারী প্রভুর আবির্ভূতরূপই দর্শন করিয়াছেন।

৬২-৬৪। **আনন্দে বিহ্বল** ইত্যাদি—প্রভু তিন ভোগই সাক্ষাৎ গ্রহণ করিলেন দেখিয়া ব্রহ্মচারীর আর আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; তাঁহার দুই নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তারপর গাঢ়প্রেমের আতিশয্যে ওলাহন-রূপেই চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হায় হায় প্রভু, তুমি এ কি করিলে? তিনটী ভোগই তুমি একা খাইয়া ফেলিলে? তা তুমি জগন্নাথের ভোগ খাইতে পার; যেহেতু, তোমাতে ও জগন্নাথে ঐক্য আছে; কিন্তু আমার নৃসিংহের ভোগ কেন খাইয়া ফেলিলে? হায়! হায়! আমার নৃসিংহ আজ উপবাসী রহিলেন। আমার ঠাকুর উপবাসী রহিলেন, দাস-আমি কিরূপে বাঁচিব?"

৬৫। এই সমস্ত কথা যে ব্রহ্মচারী বলিলেন, তাহা দুঃখ ভরে নহে, সমস্ত ভোগ খাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া প্রভুর প্রতি ক্রোধ-বশতঃও নহে। প্রভুর ভোজন দেখিয়া ব্রহ্মচারীর অন্তরে বাস্তবিক অত্যন্ত আনন্দই হইয়াছে; কিন্তু প্রভুর সাক্ষাতে বাহিরে এই আনন্দ প্রকাশ করিলেন না; বাহিরে তিনি যেন দুঃখের ভাবই প্রকাশ করিলেন—নৃসিংহ-দেবের খাওয়া হইল না বলিয়া বাহিরে যেন বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এই সমস্তই প্রেমের স্বাভাবিক কুটিল-গতির পরিচায়ক।

দুঃখাভাস—দুঃখের আভাস, কিন্তু দুঃখ নহে; যাহার বাহিরে দুঃখের চিহ্ন, কিন্তু ভিতরে আনন্দ, তাহাই দুঃখাভাস। বাস্তবিক যাঁহার প্রেমের আকর্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং সমস্ত ভোগ অঙ্গীকার করিয়াছেন, প্রভুর প্রীতিময় ব্যবহারে প্রভুর প্রতি তাঁহার কখনও ক্রোধ জন্মিতে পারে না।

৬৬-৬৭। প্রভু তিনটী ভোগই একা খাইয়া ফেলিলেন কেন, তাহার কারণ বলিতেছেন। প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী

ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পানীহাটি।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন-পরিপাটী ॥ ৬৮
শিবানন্দ কহে—কেনে করহ ফুৎকার ?।
তেঁহো কহে—দেখ তোমার প্রভুর ব্যবহার ॥ ৬৯
তিনজনার ভোগ তেঁহো একলা খাইল।
জগন্নাথ-নৃসিংহের উপবাস হৈল ॥ ৭০
শুনি শিবানন্দচিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয় ॥ ? ৭১
তবে শিবানন্দে পুন কহে ব্রহ্মচারী—।
সামগ্রী আন নৃসিংহ-লাগি পুন পাক করি ॥ ৭২
তবে শিবানন্দ ভোগ-সামগ্রী আনিল।
পাক করি নৃসিংহেরে ভোগ লাগাইল ॥ ৭৩
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে গিয়া দেখিল প্রভুর চরণ ॥ ৭৪
একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা— ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জানিতেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীনীলাচলচন্দ্র ও শ্রীনৃসিংহ-দেবের সহিত তাঁহার কোনও ভেদ নাই। তথাপি এই তত্ত্বের একটা প্রকট প্রমাণ দেখিবার নিমিত্ত প্রদ্যুম্নের মনে একটা গূঢ় বাসনা ছিল। প্রভু তিনটী ভোগ গ্রহণ করিয়া তাহা দেখাইলেন।

জগন্নাথ-নৃসিংহ-সহ—দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীজগন্নাথরূপে নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদা-নন্দন একই স্বরূপ (২।২০।৩৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); আবার যশোদা-নন্দনই শ্রীশচী-নন্দন। সুতরাং শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশচীনন্দনে কোন প্রভেদ নাই।

শ্রীনৃসিংহ দেব হইলেন পরাবস্থরূপ, ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ; এক দীপ হইতে যেমন অপর দীপের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ইঁহার উদ্ভব। "নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতম্। পরাবস্থাস্ত তে তস্য দীপাদুৎপন্নদীপবৎ ॥—ল-ভা। কৃ।২।১৬॥" পরব্যোম ইঁহার নিত্য ধাম। প্রহ্লাদের প্রতি কৃপাবশতঃ তিনি লীলাবতার-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অংশী ও অংশের অভেদবশতঃ শ্রীনৃসিংহ-দেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের (সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর) কোনও ভেদ নাই। ২।৯।১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

করিয়া ভোজন—জগন্নাথের ও নৃসিংহের সঙ্গে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোনও ভেদ নাই, তিনটী ভোগই নিজে গ্রহণ করিয়া প্রভু তাহা দেখাইলেন। তিনটী ভোগ পৃথক্ ভাবে তিনজনকে নিবেদন করাতে এবং ঐ অবস্থায় তিনটী ভোগই প্রভু একা গ্রহণ করাতে তিনজনের ঐক্য সূচিত হইতেছে।

৬৮। গেলা পানিহাটী—শিবানন্দসেনের গৃহে আবির্ভাবে ভোজন করিয়া প্রভু পানিহাটীতে চলিয়া গেলেন। প্রভু যে পানিহাটীতে গেলেন, ইহা প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী বোধ হয় ধ্যানে জানিতে পারিয়াছিলেন। **ব্যঞ্জন-পরিপাটী**—প্রদ্যুম্ন প্রভুর ভোগের জন্য যে সমস্ত ব্যঞ্জন পাক করিয়াছিলেন, তাহাদের স্বাদাদি।

৬৯। নৃসিংহানন্দের ফুৎকার শুনিয়া শিবানন্দ ফুৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

৭১। সংশয়—সন্দেহ। নৃসিংহানন্দ যখন বলিলেন, "প্রভু তিনটী ভোগই একা খাইয়াছেন। জগন্নাথ ও নৃসিংহের আজ উপবাস হইল"—তখন ইহা শুনিয়া শিবানন্দের মনে সন্দেহ জন্মিল। নৃসিংহানন্দ কি সত্য সত্যই ইহা দেখিয়া বলিতেছেন, না কি প্রেমাবেশেই এসব কথা বলিতেছেন ? ইহাই তাঁহার সংশয়।

৭৩। ব্রহ্মচারীর আদেশ-মতে শিবানন্দ পুনরায় পাকের যোগাড় করিয়া দিলেন ; ব্রহ্মচারী পুনরায় পাক করিয়া নৃসিংহের ভোগ লাগাইলেন। স্বীয় উপাস্য-নৃসিংহদেবের প্রতি ঐকান্তিকী প্রীতি ও নিষ্ঠা এবং নিজের নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্যই ব্রহ্মচারী পুনরায় নৃসিংহের ভোগ লাগাইলেন।

৭৪। বর্ষান্তরে—অন্যবৎসর ; যে বৎসর প্রভু শিবানন্দ-গৃহে আবির্ভূত হইয়া ভোগ গ্রহণ করিলেন, তার পরের বৎসর।

গতবর্ষে পৌষে আমা করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥ ৭৬
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য হইল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রতীতি জন্মিল॥ ৭৭
এইমত শচী-গৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন-দর্শন॥ ৭৮
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥ ৭৯
প্রেমবশ গৌর প্রভু যাহাঁ প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হই তাহাঁ দেন দরশন॥ ৮০
শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে।
যার প্রেমে বশ গৌর আইসে বারে বারে॥ ৮১
এই ত কহিল গৌরের আবির্ভাব।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্যপ্রভাব॥ ৮২
পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো পণ্ডিত অতি আর্য্য॥ ৮৩
সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত গোপ-অবতার।
স্বরূপগোসাঞিসহ সখ্যব্যবহার॥ ৮৪
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তেঁহো করে নিমন্ত্রণ॥ ৮৫
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে প্রভুকে লঞা করান ভোজন॥ ৮৬
তাঁর পিতা—বিষয়ী বড়—শতানন্দখান।
বিষয়বিমুখ আচার্য্য—বৈরাগ্য প্রধান॥ ৮৭
গোপাল-ভট্টাচার্য্য নাম—তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলা তাঁর ঠাঞি॥ ৮৮

গৌর কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

৭৬। **গতবর্ষে পৌষে** ইত্যাদি—এই পয়ার প্রভুর উক্তি। গত পৌষ-মাসে শিবানন্দের গৃহে যে নৃসিংহানন্দ পাক করিয়া তাঁহার ভোগ লাগাইয়াছিলেন এবং প্রভু যে অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন।

৭৭। **প্রতীতি**—বিশ্বাস। প্রভু সত্য সত্যই তাঁহার গৃহে ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, এই সম্বন্ধে নৃসিংহানন্দের কথায় শিবানন্দের যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, প্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহার সেই সন্দেহ দূরীভূত হইল।

৭৮। **এইমত**—শিবানন্দসেনের গৃহের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া।

৮৩। এক্ষণে অন্য প্রসঙ্গ বলিতেছেন। **পুরুষোত্তমে**—নীলাচলে। **ভগবান্ আচার্য্য**—ইনি একজন গৌর-পার্ষদ। গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা ইঁহাকে গৌরের কলা বলেন; ইনি খঞ্জ ছিলেন। "আচার্য্যো ভগবান্ খঞ্জঃ কলা গৌরস্য কথ্যতে॥" ইনি অত্যন্ত সরল ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। **পণ্ডিত**—শাস্ত্রজ্ঞ। **আর্য্য**—সরল।

৮৪। **সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত**—ভগবান্ আচার্য্যের সখ্যভাব ছিল। ২।১৯।১৫৭ পয়ারের টীকায় সখ্যরতির লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **গোপ অবতার**—ভগবান্-আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সখা রাখাল-গোয়ালা ছিলেন। **স্বরূপ গোসাঞি** ইত্যাদি—শ্রীল স্বরূপদামোদরের সঙ্গে ভগবান্ আচার্য্যের সখ্যভাব ছিল।

৮৬। **ঘরে ভাত**—নিজঘরে পাক করিয়া প্রভুকে খাওয়ান।

একলে প্রভুকে লঞা—একমাত্র প্রভুকেই ভগবান্ আচার্য্য নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন; প্রভুকে যে দিন নিমন্ত্রণ করেন, সেই দিন প্রভুর সঙ্গীয় কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন না। তাঁহার সমস্ত প্রীতি ঐকান্তিক ভাবে প্রভুর পরিচর্য্যায় নিয়োজিত করিবার ইচ্ছাতেই অন্য কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন না।

৮৭। ভগবান্ আচার্য্যের পিতার নাম শতানন্দ খান; তিনি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ছিলেন, অথবা তাঁর অনেক বিষয়-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু ভগবান্ আচার্য্যের বিষয়ে কোনও আসক্তি ছিল না। **বিষয়-বিমুখ**—বিষয়ের প্রতি বিমুখ (আসক্তিশূন্য)। **বৈরাগ্য-প্রধান**—বিষয়-বিরক্তিকেই ভগবান্ আচার্য্য প্রাধান্য দিয়াছিলেন।

৮৮। **কাশীতে বেদান্ত পড়ি**—কাশীতে সে সময় বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যের চর্চ্চা হইত; ভগবান্ আচার্য্যের ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য্যও কাশী হইতে শঙ্কর-ভাষ্য শিখিয়া আসিয়াছিলেন।

আচার্য্য তাঁহারে প্রভুপাশে মিলাইলা।
অন্তর্য্যামী প্রভু মনে সুখ না পাইলা ॥ ৮৯
আচার্য্যসম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনু প্রভুর না হয় উল্লাস ॥ ৯০
স্বরূপগোসাঞিরে আচার্য্য কহে আর দিনে।
বেদান্ত পঢ়ি গোপাল আসিছে এখানে ॥ ৯১
সভে মিলি আইস শুনি ভাষ্য ইহার স্থানে।
প্রেমক্রোধে স্বরূপ তাঁরে বোলয়ে বচনে ॥ ৯২
বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ ৯৩

বৈষ্ণব হইয়া যে শারীরকভাষ্য শুনে।
'সেব্যসেবক'-ভাব ছাড়ি আপনাকে 'ঈশ্বর' মানে ॥ ৯৪

মহাভাগবত যেই—কৃষ্ণ প্রাণধন যার।
মায়াবাদ শুনিলে মন অবশ্য ফিরে তার ॥ ৯৫

আচার্য্য কহে—আমাসভার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমাসভার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে ॥ ৯৬

স্বরূপ কহে—তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
'চিদ্‌ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা' এইমাত্র শুনে ॥ ৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৯। সুখ না পাইলা—ভগবান্ আচার্য্য তাঁহার ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য্যকে প্রভুর নিকটে লইয়া গেলেন। প্রভু অন্তর্য্যামী ; তাই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, গোপাল শঙ্কর-ভাষ্য চর্চ্চা করিয়াছে এবং তজ্জন্য তাঁহার মনের গতিও শঙ্কর-ভাষ্যেরই অনুকূল হইয়াছে। এজন্য প্রভু তাঁহার দর্শনে সুখ পাইলেন না। সুখ না পাওয়ার কারণ পর পয়ারে বলা হইয়াছে।

৯০। বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস—ভগবান্ আচার্য্য প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়-ভক্ত; তাঁহার ছোট ভাই বলিয়াই প্রভু গোপালের প্রতি বাহিরে বাহিরে প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ করিলেন ; অন্তরে কিন্তু প্রীত হইলেন না। কারণ, যেখানে কৃষ্ণ-ভক্তি নাই, সেখানে প্রভুর আনন্দ হয় না। শঙ্কর-ভাষ্যের প্রভাবে গোপালের চিত্তে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কৃষ্ণ-ভক্তির বীজ তাঁহার চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। **আচার্য্য সম্বন্ধে**—ভগবান্ আচার্য্যের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ; তাঁহার ছোট ভাই বলিয়া। **প্রীত্যাভাস**—প্রীতির আভাস মাত্র, বস্তুতঃ প্রীতি নহে ; বাহ্যিক প্রীতি, আন্তরিক প্রীতি নহে।

৯২। প্রেম-ক্রোধে—প্রেমজনিত ক্রোধবশতঃ। ভগবান্ আচার্য্যের প্রতি স্বরূপদামোদরের অত্যন্ত প্রীতি ছিল ; তাই তিনি আচার্য্যের পরম-মঙ্গলকামী ছিলেন। শঙ্কর-ভাষ্য ভক্তিপথের পরিপন্থি; তাই শঙ্কর-ভাষ্যে আচার্য্যের আবেশ জন্মিতেছে ভাবিয়া সেই আবেশ দূর করিবার জন্য আচার্য্যের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন।

৯৩। মায়াবাদ—শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য। **রঙ্গ**—কৌতূহল ; ইচ্ছা।

৯৪। সেব্য-সেবক ভাব—শ্রীভগবান্ জীবের সেব্য এবং জীব তাঁহার সেবক, নিত্যদাস, এইভাব। ইহা বৈষ্ণবের ভাব। **আপনাকে ঈশ্বর মানে**—শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ও ঈশ্বরে কোনও ভেদ নাই ; আমিই ঈশ্বর, সোঽহং, ইহাই শঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মত। সুতরাং ইহা বৈষ্ণবের মতের বিপরীত। বৈষ্ণব যদি শঙ্কর-ভাষ্য শুনে, তাহা হইলে তাহার সেব্য-সেবক-ভাব দূর হইয়া "আমিই ঈশ্বর" এই ভক্তি-বিরোধী ভাব জন্মিতে পারে।

৯৫। মন অবশ্য ফিরে তার—যিনি শাস্ত্র জানেন না, সুতরাং মায়াবাদ খণ্ডন করিতে অসমর্থ, তাঁহার সম্বন্ধেই এই কথা বলা হইয়াছে। যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, মায়াবাদ-শ্রবণে তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই।

৯৭। যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছে, মায়াবাদ শুনিলে তাঁহাদের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে না পারে ; কিন্তু তথাপি মায়াবাদ শুনিয়া কোনও লাভ নাই, কোনও আনন্দ নাই, বরং বৃথা সময় নষ্ট হয়। ঐ ভাষ্যে একটী কৃষ্ণ-নামও শুনা যায় না, শুনা যায় কেবল "চিৎ, ব্রহ্ম, মায়া, মিথ্যা" এই সকল শব্দ।

'জীবাজ্ঞানকল্পিত ঈশ্বর—সকলি অজ্ঞান'
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন কাণ ॥ ৯৮
লজ্জা-ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন করিলা।
আরদিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা ॥ ৯৯
একদিন আচার্য্য প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০০
ছোট হরিদাস-নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া—॥ ১০১
মোর নামে শিখিমাহিতীর ভগ্নীস্থানে গিয়া।
ওরাইয়া চালু এক মান আনহ মাগিয়া ॥ ১০২
মাহিতীর ভগিনী সেই—নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আরে পরম বৈষ্ণবী ॥ ১০৩
প্রভু লেখা করে—রাধাঠাকুরাণীর গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিনজন—॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চিদ্‌ব্রহ্মমায়া মিথ্যা—ব্রহ্ম চিদ্‌বস্তু, এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, মায়াদ্বারাই জগতের যথাদৃষ্ট অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মিতেছে—ইত্যাদি বাক্য উপলক্ষ্যে চিৎ, ব্রহ্ম, মায়া ও মিথ্যা এই কয়টী কথা মাত্র শুনা যায়।

৯৮। **জীবাজ্ঞান-কল্পিত ঈশ্বর**—জীব অজ্ঞতাবশতঃ সাকার ও সগুণ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছে—ইহাই শঙ্কর-ভাষ্যের মত। **সকলি অজ্ঞান**—যাহারা ঈশ্বরের সাকার ও সগুণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ কল্পনা করিয়াছে, তাহারা সকলেই অজ্ঞ—ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত। ১।৭।১০৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৯। **লজ্জা ভয়**—স্বরূপ দামোদরের কথা শুনিয়া ভগবান্ আচার্য্যের লজ্জা ও ভয় হইল। মায়াবাদী গোপালের প্রতি প্রীতিবশতঃ এবং তাঁহার মুখে বেদান্ত-ভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য অনুরোধ করার দরুণ লজ্জা এবং গোপালের প্রতি প্রীতিবশতঃ প্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হওয়ার ভয়। **আচার্য্য**—ভগবান্ আচার্য্য। **মৌন**—চুপ করিয়া রহিলেন।

১০০। **আচার্য্য**—ভগবান্ আচার্য্য।

১০১। **প্রভুর কীর্ত্তনীয়া**—যিনি কীর্ত্তন গাহিয়া প্রভুকে শুনান।

১০২। ভগবান্ আচার্য্য ছোট-হরিদাসকে বলিলেন—"প্রভুকে আমি আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছি; কিন্তু আমার ঘরে ভাল চাউল নাই। তুমি শিখিমাহিতীর ভগিনী মাধবী-দেবীর নিকটে যাইয়া আমার নাম করিয়া এক মান ওরাইয়া চাউল চাহিয়া লইয়া আইস।" **ওরাইয়া চাউল**—ওরা-নামক শালিধানের চাউল। **একমান**—এক কাঠা; এক সেরের অল্প বেশী।

১০৩। এক্ষণে মাধবী-দেবীর পরিচয় দিতেছেন। তিনি শিখি-মাহিতীর ভগিনী, নাম মাধবী দেবী, বয়সে বৃদ্ধা, সাধন-ভজনে কঠোর-ব্রত-পরায়ণা এবং পরমা বৈষ্ণবী, কৃষ্ণগতপ্রাণা, কৃষ্ণে তিনি সম্যক্ রূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। **তপস্বিনী**—কঠোর সাধন-ব্রত-পরায়ণা।

১০৪। মাধবী-দেবী-সম্বন্ধে প্রভুর কি মত, তাহা বলিতেছেন। **রাধাঠাকুরাণীর গণ**—"রাধিকাগণ" এইরূপ পাঠান্তর আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধবী দেবীকে শ্রীরাধিকার পরিকর-ভুক্তা—সিদ্ধভক্ত বলিয়া মনে করেন। ইনি ব্রজলীলায় শ্রীরাধার দাসী কলাকেলী ছিলেন। গৌঃ গঃ ১৮৯॥ **জগতের মধ্যে** ইত্যাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে জগতের মধ্যে শ্রীরাধিকার সেবার অধিকারী মাত্র সাড়ে তিন জন—স্বরূপ-দামোদর, রায়-রামানন্দ, শিখি-মাহিতী—এই তিন জন এবং মাধবী-দেবী (স্ত্রীলোক বলিয়া) অর্দ্ধ জন। শিখিমাহিতী ছিলেন ব্রজলীলায় রাগলেখানাম্নী শ্রীরাধার দাসী। **পাত্র**—শ্রীরাধিকার সেবার অধিকারী। **সার্দ্ধ তিন জন**—সাড়ে তিন জন। মাধবীদেবী স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ জন বলা হইয়াছে। তৎকালে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সামাজিক অধিকার অত্যন্ত কম ছিল বলিয়া স্ত্রীলোককে অর্দ্ধজন মনে করা হইত।

স্বরূপগোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখিমাহিতী, আর তাঁর ভগ্নী অর্দ্ধ জন ॥ ১০৫

তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের হইল উল্লাস ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরূপ-সনাতনাদি বহু ভক্ত বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও—স্বরূপ-দামোদর, রায়রামানন্দ, শিখিমাহিতী এবং মাধবী দেবী—এই চারিজনকে লক্ষ্য করিয়াই প্রভু কেন বলিলেন—"জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিনজন"? মহাপ্রভুর পার্ষদগণের সকলেই ভক্তির পাত্র—সকলেই ভক্ত; সুতরাং উক্ত পয়ারার্দ্ধে "পাত্র"-শব্দের অর্থ সাধারণ "ভক্ত" নহে; ইহা কোনও বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। পয়ারের প্রথমার্দ্ধে "প্রভু লেখা করে—রাধাঠাকুরাণীর গণ।"-বাক্য হইতে মনে হয় "পাত্র"-শব্দে "রাধাঠাকুরাণীর গণ" অর্থাৎ শ্রীরাধার পরিকর-ভুক্তা তাঁহার সখী-মঞ্জরীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উল্লিখিত চারিজন ভক্তের মধ্যে স্বরূপ-দামোদর ছিলেন ব্রজলীলায় ললিতা, রায়-রামানন্দ ছিলেন বিশাখা, শিখিমাহিতী ছিলেন রাগলেখা এবং মাধবী দাসী ছিলেন কলাকেলী; সুতরাং তাঁহারা সকলেই ছিলেন শ্রীরাধার পরিকরভুক্তা। কিন্তু প্রভুর পার্ষদ-গণের মধ্যে কেবল এই চারিজনই যে ব্রজলীলায় শ্রীরাধার পরিকরভুক্ত ছিলেন, তাহাও তো নয়? শ্রীরূপ-সনাতনাদি, শ্রীগোপালভট্টাদি বহু ভক্তই ব্রজলীলায় শ্রীরাধার পরিকরভুক্ত সখী-মঞ্জরী ছিলেন; তথাপি কেবল শ্রীস্বরূপ-দামোদরাদি চারি জনকেই প্রভু "জগতের মধ্যে পাত্র"-বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? অপর সকল অপেক্ষা এই চারি জনের নিশ্চয়ই এমন কোনও একটা বিশেষত্ব ছিল—যে বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রভু এই চারি জনকে অপর সকল অপেক্ষা স্বতন্ত্র স্থান দিয়াছেন; এই বিশেষত্বটী কি?

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রজগোপীর আনুগত্যে মধুর ভাবে ভজনের প্রথা শ্রীকৃষ্ণোপাসকদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল না; ক্বচিৎ দুই এক জনের মধ্যে ইহা দেখা যাইত। গোদাবরী-তীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত রায়-রামানন্দের ইষ্টগোষ্ঠি হইতে জানা যায়, প্রভুর দর্শন পাওয়ার পূর্ব্ব হইতেই রায়-রামানন্দের ভজন ছিল ব্রজগোপীর আনুগত্যময়; স্বরূপ-দামোদর, শিখিমাহিতী এবং মাধবী দাসীর সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে তদ্রূপ কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না বটে; তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামানন্দের সঙ্গে এই তিন জনকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়—শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক রাগানুগা ভজনের প্রচারের পূর্ব্ব হইতেই রায়-রামানন্দের ন্যায় এই তিনজনও ব্রজগোপীর আনুগত্যে মধুর ভাবের ভজনে প্রবৃত্ত ছিলেন; সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহাদের অসাধারণ বিশেষত্ব।

অবশ্য শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাসাদিও প্রভুকর্ত্তৃক ভজন-প্রথা-প্রচারের পূর্ব্ব হইতেই ভজনে প্রবৃত্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবাসের ভজন ছিল ঐশ্বর্য্য-প্রধান; মধুর ভাবের ভজন তাঁহার ছিল না; শ্রীঅদ্বৈত মদনগোপালের উপাসক হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধারণতঃ তাঁহাকে "দৈবত ঈশ্বর"—"মহাবিষ্ণু" বলিয়া মনে করিতেন; শ্রীমন্নিত্যানন্দকেও তিনি সাধারণতঃ বলদেব বলিয়া মনে করিতেন; পরমানন্দ-পুরী-আদির ব্রজগোপীর আনুগত্যময় ভজন ছিল কিনা বলা যায় না; থাকিলেও লৌকিক-লীলায় তাঁহারা প্রভুর গুরু-পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়াই (এবং নিত্যানন্দকেও লৌকিক-লীলায় প্রভু গুরুপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিতেন বলিয়াই) বোধহয় প্রভু তাঁহাদিগকে উক্তশ্রেণীভুক্ত করেন নাই—সম্ভবতঃ মর্য্যাদা হানির ভয়ে। আর শ্রীরূপ-সনাতনাদির পক্ষে ব্রজগোপীর আনুগত্যময় ভজন আরম্ভ হইয়াছে সম্ভবতঃ শ্রীমন্-মহাপ্রভুর উপদেশে। এইরূপে দেখা যায়—শ্রীরামানন্দাদি চারিজনের বিশেষত্ব এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের—তৎকর্ত্তৃক রাগানুগীয় মধুর ভজনের প্রচার আরম্ভ হওয়ার—পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা তদ্রূপ ভজনে প্রবৃত্ত ছিলেন; সম্ভবতঃ এই বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উক্ত চারিজন সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন—"জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিনজন।"

১০৬। **তাঁর ঠাঞি**—সেই মাধবীদেবীর নিকটে।

স্নেহেতে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউলপ্রসাদ আদাচাকি লেম্বু সলবণ ॥ ১০৭
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা—॥ ১০৮
উত্তম অন্ন, এ তণ্ডুল কাহাঁতে পাইলা ?
আচার্য্য কহে মাধবীদেবীপাশ মাগি আনাইলা॥১০৯
প্রভু কহে—কোন্ যাই মাগিয়া আনিল ?
ছোটহরিদাসের নাম আচার্য্য করিল ॥ ১১০
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিল।
নিজগৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল ॥ ১১১
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোটহরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা ॥ ১১২
দ্বারমানা হৈল, হরিদাস দুঃখী হৈল মনে।
কি লাগিয়া দ্বারমানা, কেহো নাহি জানে ॥ ১১৩
তিন দিন হৈল হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি আসি পুছিলা মহাপ্রভুর পাশ— ॥ ১১৪
কোন্ অপরাধ প্রভু ! কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বারমানা, করে উপবাস ? ॥ ১১৫
প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥ ১১৬
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৭। **দেউল প্রসাদ**—দেউল—দেবালয়, মন্দির। শ্রীজগন্নাথের মন্দির হইতে আনীত মহাপ্রসাদ। **আদাচাকি**—আদার ছোট খণ্ড। **লেম্বু**—লেবু। **সলবণ**—লবণমাখা লেবু।

১০৮। **শাল্যন্ন**—অত্যন্ত সরু শালিধানের চাউলের অন্ন। প্রভু অন্ন দেখিয়া বলিলেন—"অতি উত্তম অন্ন আচার্য্য, এমন ভাল চাউল তুমি কোথায় পাইলে ?"

১১২। প্রভুর সেবক গোবিন্দকে প্রভু আদেশ করিলেন—"আজ হইতে আর ছোট হরিদাসকে আমার এখানে আসিতে দিবে না।"

১১৩। **দ্বার মানা**—প্রবেশ নিষেধ ; প্রভুর নিকটে যাওয়ার নিষেধ হওয়ায়।

কেহ নাহি জানে—কি অপরাধে হরিদাসের দ্বার মানা হইল, তাহা কেহই জানে না।

১১৪। **তিন দিন** ইত্যাদি—দ্বার মানা শুনিয়া ছোটহরিদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ; তিনি আহার ত্যাগ করিলেন। এইরূপে তিন দিন পর্য্যন্ত তিনি যখন উপবাসী রহিলেন, তখন স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভু, হরিদাসের কি অপরাধে দ্বার মানা হইল ? হরিদাস তো দুঃখে আহার ত্যাগ করিয়াছে, আজ তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাসী।'

১১৬। স্বরূপ-দামোদরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের অপরাধের কথা বলিলেন :—"যে নিজে বৈরাগী হইয়া স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলে, আমি তাহার মুখ দেখিতে পারি না।" **বৈরাগী**—সংসার ত্যাগ করিয়া যিনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে বৈরাগী বলে। **প্রকৃতি**—স্ত্রীলোক। **সম্ভাষণ**—কথা বলা। আলাপ করা। সম্ভাষণম্—কথনম্। আলাপনম্। ইতি শব্দকল্পদ্রুম। মাধবীদেবী স্ত্রীলোক ; চাউল আনিতে যাইয়া ছোট-হরিদাস তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছেন, ইহাই তাঁহার অপরাধ। অন্য কোনও কথা বলেন নাই, কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন যে—"প্রভুর ভিক্ষার জন্য ভগবান্ আচার্য্য একমান ওরাইয়া চাউলের নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমাকে একমান চাউল দিন।"

১১৭। বৈরাগীর পক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণে কেন অপরাধ হয়, তাহা প্রভু বলিতেছেন।

দুর্ব্বার—দুর্নিবার্য্য, দুর্দ্দমনীয়। **বিষয় গ্রহণ**—প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নিজ নিজ উপভোগ্য বিষয় গ্রহণ করে ; তাহাদের এই বিষয়-গ্রহণ-লালসা কিছুতেই দমন করা যায় না। **দারবী প্রকৃতি**—দারু (কাষ্ঠ)-নির্ম্মিত স্ত্রীলোকের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মূর্ত্তি। **হরে—**হরণ করে; ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জন্মায়। **মুনেরপি মন—**জিতেন্দ্রিয় মুনিদিগের মনও। কোনও গ্রন্থে "মহামুনির মন" এইরূপ পাঠান্তর আছে।

মানুষের ইন্দ্রিয়-বর্গ অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয়; ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দর্শনে, এমন কি, স্মরণেও ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। চক্ষু সর্ব্বদাই সুন্দর জিনিষ দেখিতে চায়; চক্ষুর সাক্ষাতে কোনও সুন্দর জিনিষ উপস্থিত হইলে তাহা দেখিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠে; এইরূপ ভাল জিনিষ খাওয়ার জন্য জিহ্বা, সুগন্ধি জিনিষের গন্ধ লওয়ার জন্য নাসিকা, সুখ-স্পর্শ-বস্তুর স্পর্শলাভের জন্য ত্বক, যৌন-সম্বন্ধের জন্য উপস্থ সুযোগ পাইলেই চঞ্চল হইয়া উঠে; এই ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য কিছুতেই সহজে প্রশমিত করা যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দমনীয়—জীবের উপস্থ-লালসা। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এই লালসার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, নিজের কন্যাকে সম্ভোগ করার নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছিলেন; পিতার দুষ্প্রবৃত্তির কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কন্যা যখন মৃগীরূপ ধারণ করিলেন, তখনও ব্রহ্মা তাহাকে ছাড়িলেন না। মৃগীতেই তিনি উপগত হইলেন। উপস্থের দুর্দ্দমনীয়তা সম্বন্ধে এই একটী দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ঈশ্বর-কোটি-ব্রহ্মা ভগবানের অংশাবতার; আর জীবকোটি ব্রহ্মা ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট ভক্তোত্তম জীব। ইহাদের কাহারও পক্ষেই বাস্তবিক উক্তরূপ ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা স্বাভাবিক নহে। উপস্থ-লালসার দুর্দ্দমনীয়তা দেখাইবার উদ্দেশ্যে ভগবানই ব্রহ্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া উক্তরূপ আচরণ প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইলেন—স্বয়ং ব্রহ্মারই যখন ঐ অবস্থা, তখন মায়ার কিঙ্কর সাধারণ জীব যে ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? স্ত্রীলোকের দর্শন তো দূরে, স্ত্রীলোকের কৃত্রিম প্রতিকৃতি—যাহা কথা বলিতে পারেনা, হাব-ভাব দেখাইতে পারে না, কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে পারে না, মৃদুমধুর হাস্যে দর্শকের চিত্তকে দোলাইতে পারে না—এইরূপ কাষ্ঠনির্ম্মিত-মূর্ত্তি দর্শনেও অনেক সময় জিতেন্দ্রিয়ত্বাভিমানী মুনিদিগের মন পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া যায়। পুরাণে এমন অনেক মুনি-ঋষির কথা শুনা যায়, যাঁহারা সহস্র বৎসর কি অযুত বৎসর পর্য্যন্ত অনাহারে অনিদ্রায় নির্জ্জন অরণ্য-মধ্যে তপস্যা করিতেছেন—হঠাৎ দেখিলেন, কোনও উর্ব্বশী আকাশ-পথে চলিয়া যাইতেছে, অমনি তাঁহাদের সহস্র-বৎসরের সংযম মুহূর্ত্তমধ্যে নষ্ট হইয়া গেল। হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম; থাকিতেন নির্জ্জন বনে পিতার নিকটে। পিতার চেহারা ব্যতীত কোনও দিন অপর কোনও মানুষের চেহারা তিনি দেখেন নাই, কোনও স্ত্রীলোকের চেহারা তো দেখেনই নাই; উপস্থ সম্ভোগ ব্যাপারটী কি, তাহার কোনওরূপ ধারণাই তাঁহার ছিল না। কিন্তু দশরথ-রাজার প্রেরিত রমণীদিগের মোহ-পাশে তিনিও বাঁধা পড়িলেন। স্ত্রীলোক ও পুরুষের দেহের উপাদানটাই বোধ হয় এইরূপ যে, চুম্বকের সান্নিধ্যে লৌহের ন্যায়—স্ত্রীলোকের দর্শনে পুরুষ এবং পুরুষের দর্শনে স্ত্রীলোক যেন আপনা-আপনিই আকৃষ্ট হইয়া যায়। এ জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ লিখিয়াছেন—অন্য স্ত্রীলোকের কথা তো দূরে, ভগিনী, কন্যা, এমন কি মাতার সঙ্গেও এক আসনে বসিবে না; তাহাতেও ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা আছে। বলবান্ ইন্দ্রিয়বর্গ কোনও সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না। স্ত্রীলোক কেন, স্ত্রীলোকের স্মৃতির উদ্দীপক কোনও বস্তু দেখিলেও অনেক সময় স্ত্রীলোকের স্মৃতি উদিত হইয়া চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তোলে। উপস্থ-লালসা চিত্তকে যত চঞ্চল করে, লোককে যত কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য করিয়া তোলে, অপর কোনও ইন্দ্রিয়ের তাড়না তত পারে না। এইরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে কিছুতেই ভজন-সাধনে মনোনিবেশ করা যায় না—মন ক্রমশঃ ভগবান্ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়ে; তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, যাঁহারা ভবসাগরের পরপারে যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীলোক এবং বিষয়ীর কৃত্রিম প্রতিকৃতি পর্য্যন্তও কালসর্পবৎ দূরে পরিত্যাজ্য। মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতেই ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর উপভোগের লালসায় মায়িক-জগতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, ভোগ করিতেছে, কিন্তু তথাপি ভোগের বাসনা প্রশমিত হইতেছে না। অনাদিকাল হইতে ভোগ্য-বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবশতঃ উভয়ের মধ্যে যেন একটা ঘনিষ্ঠ ও অনুকূল সম্বন্ধ জন্মিয়া গিয়াছে—সুতরাং যখনই তাহাদের মিলনের ক্ষীণ সম্ভাবনাও উপস্থিত হয়, তখনই মিলনের নিমিত্ত তাহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ২।২২।৪৯ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

তথাহি (ভাগবতে—৯।১৯।১৭)—
মনুসংহিতায়াম্ (২।২১৫)—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্ত্রীসন্নিধানন্তু সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যাহ মাত্রেতি। অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণমাসনং যস্য সঃ। কর্ষতি আকর্ষতি। স্বামী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই সমস্ত কারণেই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিলেন—যে নাকি বৈরাগী হইয়া স্ত্রীলোকের নিকট যায়, স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলে, ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা প্রশমিত করা তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বিশেষতঃ বৈরাগীর পক্ষে স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়াও শাস্ত্রনিষিদ্ধ; ছোট হরিদাস এই শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করিয়া আশ্রমের মর্য্যাদা-হানি করিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখ দর্শন করিব না।

বৈরাগী-শব্দ বিশেষ রূপে বলার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা বিবাহ করিয়াছে, স্ত্রীলোক দর্শনে তাহাদের যতটুকু চিত্ত চঞ্চলতা জন্মিবার সম্ভাবনা, যাহারা বিবাহ করে নাই, কিম্বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কখনও স্ত্রীসংসর্গ করে নাই, তাহাদের চিত্ত-চঞ্চলতা জন্মিবার সম্ভাবনা তদপেক্ষা অনেক বেশী। বিশেষতঃ, যাহার স্ত্রী আছে, অন্য স্থলে চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিলেও তাহার পক্ষে বৈধ-উপায়ে তাহা প্রশমিত করার সুযোগ আছে; কিন্তু স্ত্রীহীন বৈরাগীর পক্ষে তাহা অসম্ভব; সুতরাং স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ-জাত-স্ত্রী-স্মরণাদি দ্বারা তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ারই সম্ভাবনা; সুতরাং তাহার অধঃপতন একরূপ অনিবার্য্য।

এস্থলে আরও একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ছোট-হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর এই যে শাসন, ইহা কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত; বাস্তবিক ছোট-হরিদাসের চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল না।—তিনি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ, প্রভুর কীর্ত্তনীয়া; তাঁহার প্রতি প্রভুর যথেষ্ট কৃপা। আর তিনি যে মাধবী-দেবীর নিকট গিয়াছিলেন, তাহাও নিজের কাজে নহে, নিজে উপযাচক হইয়াও যায়েন নাই। ভগবানাচার্য্যের আদেশে প্রভুর ভিক্ষার জন্য চাউল আনিতে গিয়াছেন। আর যাঁহার নিকট গিয়াছেন, তিনিও যে-সে পাত্র নহেন, তিনি শ্রীরাধিকার পরিকরভুক্ত সিদ্ধবৈষ্ণব; সুতরাং হরিদাসের দর্শনে তাঁহার চিত্ত-বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; তাঁহার চিত্ত বিকারের তরঙ্গাঘাতে হরিদাসের চিত্ত-বিকারের সম্ভাবনাও ছিল না। বিশেষতঃ, মাধবীদেবীর বয়সও এমন ছিল না যে, তাঁহাকে দেখিলে সাধারণতঃ কাহারও চিত্ত-বিকার জন্মিতে পারে—তিনি ছিলেন বৃদ্ধা। সুতরাং তাঁহার নিকটে যাওয়াতে হরিদাসের যে বাস্তবিকই চিত্ত-বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা নহে। হরিদাসের যে চিত্ত-বিকার জন্মে নাই, তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, দেহত্যাগের পরেও লোক-নয়নের অপ্রত্যক্ষীভূত দেহে তিনি প্রভুকে পূর্ব্বের ন্যায় কীর্ত্তন শুনাইতেন, প্রভুও প্রীতির সহিত তাহা শুনিতেন। যদি হরিদাসের বাস্তবিকই দোষ থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি প্রভুর এইরূপ কৃপা প্রকাশ পাইত না।

তবে তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন কেন? একমাত্র লোক-শিক্ষার নিমিত্ত। বৈরাগীর পক্ষে স্ত্রীলোকের কোনও সংশ্রবেই যাওয়া উচিত নহে—ইহাই বিধি; হরিদাস এই বিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন। প্রভু যদি এজন্য তাঁহাকে শাসন না করেন, তাহা হইলে লোকে মনে করিত যে, "বৈরাগী হইলেও স্ত্রী-সম্ভাষণ করা যায়; যেহেতু, ছোট হরিদাস স্ত্রী-সম্ভাষণ করিয়াছেন, প্রভু তো তাঁহাকে শাসন করেন নাই।" এই জীব-শিক্ষার নিমিত্তই প্রভুর কুসুম-কোমল হৃদয় বজ্র হইতেও কঠিনতা ধারণ করিল—প্রিয়পার্ষদকেও তিনি বর্জ্জন করিলেন।

কেবল বৈরাগী কেন, গৃহস্থ-বৈষ্ণবদের জন্যও এই ব্যাপারে অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। গৃহী হউন, আর সন্ন্যাসীই হউন, স্ত্রীলোকে আসক্তি সকলের পক্ষে বর্জ্জনীয়। (২।২২।৪৯ পয়ারের টীকায় এবিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা মদন-মোহন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন, মদনের দ্বারা মোহিত হইলে তাঁহাদের চলিবে কেন?

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

ক্ষুদ্র জীবসব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া। | ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥ ১১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। মাতা, ভগিনী, কিম্বা কন্যা—ইহাদের সহিতও একই সঙ্কীর্ণ আসনে বসিবেনা; কারণ, বলবান্ ইন্দ্রিয়সকল বিদ্বান্‌ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। ২

মাত্রা—মাতার সহিত। **স্বস্রা**—ভগিনীর সহিত। **দুহিত্রা**—দুহিতা বা কন্যার সহিত। **অবিবিক্তাসনঃ**—অবিবিক্ত (সঙ্কীর্ণ) আসন যাহার; একই ক্ষুদ্র আসনে উপবিষ্ট। **ন ভবেৎ**—হইবেনা। যে কোনও স্ত্রীলোকের সহিত গাত্র-সংস্পর্শ হইলেই ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে; তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—অন্য স্ত্রীলোকের কথা তো দূরে, মাতা, ভগিনী, কিম্বা কন্যার সঙ্গেও একই ক্ষুদ্র আসনে বসিবেনা; কারণ, ক্ষুদ্র আসনে একত্রে বসিলে গাত্র-সংস্পর্শাদি-বশতঃ চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে। ইহার কারণ এই যে, **বলবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী **ইন্দ্রিয়গ্রামঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ **বিদ্বাংসম্ অপি**—মূর্খের কথা তো দূরে, যাঁহারা বিদ্বান্, যাঁহাদের হিতাহিত বিবেচনা-শক্তি আছে, যাঁহারা সর্ব্বদা সংযতচিত্ত হইতেও চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত **কর্ষতি**—ভোগলালসার দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে, ভোগ্যবস্তুর সংস্পর্শে তাঁহাদেরও চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে।

১১৭ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১১৮। প্রভু আরও বলিলেন, "অসংযত-চিত্ত জীব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া স্ত্রী-সম্ভাষণের ফলে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিয়া বেড়াইতেছে।"

ক্ষুদ্র—সংযমহীন। **মর্কট বৈরাগ্য**—বাহ্য বৈরাগ্য। যাহাদের বাহিরে বৈরাগীর বেশ, কিন্তু ভিতর ইন্দ্রিয়াসক্তিতে পরিপূর্ণ, তাহাদের বৈরাগ্যকে মর্কট বৈরাগ্য বলে। **মর্কট** অর্থ—বানর। বানর ফল মূল খায়, বনে থাকে, উলঙ্গও থাকে; সমস্তই তাহার বৈরাগ্যের লক্ষণ; কিন্তু বানরের মত কামুক জীব বোধ হয় খুব কম আছে। এইরূপ, যাহারা বেশ-ভূষায়, কি আহারাদিতে মাত্র বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখায়, কিন্তু যাহাদের চিত্ত ইন্দ্রিয়-সুখের নিমিত্ত লালায়িত, তাহাদের বৈরাগ্যকে মর্কট-বৈরাগ্য (মর্কটের মত বৈরাগ্য) বলা যায়। **ইন্দ্রিয় চরাঞা**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া, স্ত্রী-সঙ্গ করিয়া। **বুলে**—ভ্রমণ করে। **প্রকৃতি সম্ভাষিয়া**—স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া। যাহাদের চিত্তে সংযম নাই, স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপাদি করিতে করিতে ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে, স্ত্রীলোকের দর্শনে, স্পর্শনে ও স্মরণে তাহাদের চিত্তে চাঞ্চল্য জন্মে। তাহার ফলে অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ করিতে তাহারা প্রলুব্ধ ও ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে; এজন্যই প্রভু স্ত্রী-সম্ভাষণের জন্য কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করিলেন।

এই পয়ারে প্রভু যাহা বলিলেন, তাহার অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে—অনেক সংযমহীন লোক বৈরাগী হইতেছে; বৈরাগীর বেশ-ধারণ করিলেই চিত্তের স্থিরতা আসেনা; তদনুকূল আচরণও করিতে হয়। কিন্তু তাহারা তদনুকূল আচরণ কিছুই করিতেছে না—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করিতেছে না; বরং স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিয়াই বেড়াইতেছে। ছোট হরিদাসকে যদি প্রভু শাসন না করিতেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত লোক আরও প্রশ্রয় পাইত। ছোটহরিদাসের শাসনের কথা শুনিয়া ঐ সমস্ত অসংযত লোক একটু সংযমের চেষ্টা করিতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে, ছোট-হরিদাস প্রভুর পার্ষদ, বৈরাগীর অকরণীয় কার্য্যে তাঁহার অনিচ্ছা হইল না কেন? উত্তর—প্রথমতঃ, প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রেমাতিশয্যে নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কথাই বোধ হয় তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত উত্তম তণ্ডুল আনিতে যাইতেছেন, এই আনন্দেই তিনি বোধ হয় বিভোর ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া মাধবীদেবীর নিকটে যায়েন নাই, গিয়াছেন ভগবান্ আচার্য্যের—বৈষ্ণবের আদেশে। তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়-পরবশ বৈরাগীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে সর্ব্বেশ্বর শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর লীলা শক্তির ইঙ্গিতেই হয়তো এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে। নচেৎ, ভগবান্ আচার্য্যই বা ছোট হরিদাসকে মাধবীদেবীর

এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞির আবেশ দেখি সভে মৌন কৈলা॥ ১১৯
আর দিন সভে মেলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে—॥ ১২০
অল্প অপরাধ প্রভু! করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হৈল, না করিব অপরাধ॥ ১২১
প্রভু কহে—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিকটে পাঠাইবেন কেন? ছোট হরিদাস প্রভুর নিতান্ত আপন জন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু এই শিক্ষা দিয়াছেন। লোকে একটা প্রবাদ আছে—"ঝিকে মারিয়া বউকে শিক্ষা দেয়", অর্থাৎ মাতা নিজের কন্যাকে শাসন করিয়া পুত্রবধূকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

১১৯। **অভ্যন্তরে**—ঘরের ভিতরে। **গোসাঞির আবেশ**—প্রভুর ক্রোধের আবেশ। **মৌন**—সকলে চুপ করিয়া রহিলেন।

১২১। আর একদিন সকলে মিলিয়া প্রভুর নিকটে যাইয়া হরিদাসকে কৃপা করার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"প্রভু, হরিদাসের অপরাধ সামান্য, এক্ষণে তাহার শিক্ষা হইয়াছে, আর এরূপ করিবে না। প্রভু তাহার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

অল্প অপরাধ—সামান্য অপরাধ। বৈরাগীর পক্ষে স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে যাওয়া বা স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলা শাস্ত্রের নিষেধ; ছোট হরিদাস এই নিষেধ-বাক্য লঙ্ঘন করিয়া মাধবীদেবীর নিকটে গিয়াছেন—তাহাও ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে, প্রভুর সেবার আনুকূল্য-বিধানার্থ। তাই প্রভুর পার্ষদগণ ইহাকে "অল্প অপরাধ" বলিয়াছেন। হরিদাসকে তাঁহারা ভাল রকমেই জানিতেন; স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য বা কোনও স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলার জন্য হরিদাসের মধ্যে কোনও প্রবৃত্তির অস্তিত্ব তাঁহারা কখনও দেখেন নাই; বরং তদ্‌বিপরীত ভাবই সর্ব্বদা দেখিয়াছেন। সে রকম কোনও প্রবৃত্তির আভাসও যদি তাঁহার মধ্যে থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার গানে প্রভু প্রীতিলাভ করিতেন না, তাঁহার গানও তিনি শুনিতেন না। সুতরাং মাধবীদাসীর নিকটে যাওয়াতে হরিদাসের মনের দিক দিয়া কোনও অপরাধই হয় নাই; প্রভুর সেবার কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করা তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছে, তাহাতেই তিনি কৃতার্থ—এই ভাবেই তখন তাঁহার চিত্ত ভরপূর ছিল। তাঁহার ক্রটী যাহা হইয়াছে, তাহা কেবল শাস্ত্রবাক্যের আক্ষরিক প্রতিপালনের অভাব। তাই ইহাকে "অল্প অপরাধ" বলা হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন—"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। পদ্মপুরাণ॥—যাহা লৌকিক দৃষ্টিতে পাপ কার্য্য, আমার নিমিত্ত (আমার সেবার উদ্দেশ্যে) যদি তাহাও অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহাও ধর্ম্ম।" হরিদাসের চিত্তের খবর অন্তর্য্যামী প্রভু জানিতেন; তিনি যে প্রভুর সেবার আনুকূল্য-বিধানার্থই মাধবীদেবীর নিকটে গিয়াছেন, তাহাও প্রভু জানিতেন। সুতরাং শাস্ত্রাদেশের আক্ষরিক লঙ্ঘনে যে হরিদাসের বাস্তবিক কোনও অপরাধ হয় নাই, তাহাও তিনি জানিতেন। তথাপি কেবল লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রভুর এই কঠোরতা। শ্রীপাদপরমানন্দপুরী গোস্বামীও একথাই বলিয়াছেন (৩।২।১৩৪)। পরবর্ত্তী ৩।২।১৪১ পয়ারের মর্ম্মও তাহাই। অল্প অপরাধেও এত কঠোর শাসন কেবল লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ছোট হরিদাসের অপরাধ যেমন বাহ্যিক, আন্তরিক নয়, প্রভুর শাসনও বোধ হয় তেমনি কেবল বাহ্যিক, আন্তরিক নয়—অর্থাৎ প্রভু অন্তরে হরিদাসের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়েন নাই; যদি তাহাই হইতেন, তাহা হইলে প্রয়াগে দেহত্যাগের পরে ছোট হরিদাস-কৃত অপরের দৃষ্টির অগোচর সেবা প্রভু অঙ্গীকার করিতেন না (৩।২।১৪৬-৭)।

১২২। উত্তরে প্রভু বলিলেন—"আমার মন আমার বশীভূত নহে; যে বৈরাগী স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করে, তাহা মুখ দেখিতে আমার মন ইচ্ছা করে না। তোমরা আর বৃথা আমাকে অনুরোধ করিওনা, সকলে নিজ

নিজকার্য্যে যাহ সভে, ছাড় বৃথা কথা।
পুন যদি কহ, আমা না দেখিবে এথা॥ ১২৩
এত শুনি সভে নিজকর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজনিজ কার্য্যে সভে গেলেন উঠিয়া॥ ১২৪
(মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা॥
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা॥) ১২৫
আর দিন সভে পরমানন্দপুরীস্থানে।
'প্রভুকে প্রসন্ন কর'—কৈল নিবেদনে॥ ১২৬
তবে পুরীগোসাঞি একা প্রভুস্থানে আসিলা।
নমস্করি প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা॥ ১২৭
পুছিল—কি আজ্ঞা, কেনে কৈলে আগমন?।
'হরিদাসে প্রসাদ লাগি' কৈল নিবেদন॥ ১২৮
শুনি মহাপ্রভু কহে—শুনহ গোসাঞি!।
সব বৈষ্ণব লঞা গোসাঞি! রহ এই ঠাঞি॥১২৯
মোরে আজ্ঞা দেহ, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলা রহিব তাহাঁ—গোবিন্দমাত্র সাথ॥ ১৩০
এত বলি প্রভু গোবিন্দেরে বোলাইলা।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা॥ ১৩১
আস্তেব্যস্তে পুরীগোসাঞি প্রভুস্থানে গেলা।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে বসাইলা॥ ১৩২
যে তোমার ইচ্ছা তাহি কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর?॥ ১৩৩
লোকহিত-লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার॥ ১৩৪
এত বলি পুরীগোসাঞি গেলা নিজস্থানে।
হরিদাসঠাঞি আইলা সব ভক্তগণে॥ ১৩৫
স্বরূপগোসাঞি কহে—শুন হরিদাস!।
সভে তোমার হিত কহি, করহ বিশ্বাস॥ ১৩৬
প্রভু হঠে পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন, যাতে দয়ালু অন্তর॥ ১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিজ নিজ কাজে চলিয়া যাও। আবার যদি এ বিষয়ে আমাকে কিছু বল, তাহা হইলে আমাকে আর এখানে দেখিতে পাইবে না, আমি এস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব।"

১২৫। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ার নাই।

১৩০। বৈষ্ণব-বৃন্দের আগ্রহে পুরীগোস্বামী যাইয়া যখন হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার নিমিত্ত প্রভুকে অনুরোধ করিলেন, তখন প্রভু বলিলেন—"গোসাঞি, সমস্ত বৈষ্ণব লইয়া আপনি এখানে থাকুন; আমাকে আদেশ করুন, আমি একেলা গোবিন্দকে লইয়া আলালনাথে চলিয়া যাই।"

আলালনাথ—পুরী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে একটী তীর্থস্থান।

১৩১। এই কথা বলিয়া প্রভু আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গোবিন্দকে ডাকিলেন এবং পুরী-গোস্বামীকে নমস্কার করিয়া আলাল-নাথে যাইতে উদ্যত হইলেন।

১৩২-৩৩। ইহা দেখিয়া পুরী-গোস্বামী স্তম্ভিত হইলেন; তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত প্রভুর নিকটে আসিলেন এবং অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রভুকে ঘরে আনিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন—"তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তুমি করিতে পার। তোমার কথার উপরে আর কে কি বলিতে পারে? তুমি এখানেই থাক, হরিদাস-সম্বন্ধে আমরা আর কিছু বলিব না।"

১৩৪। লোক-হিত লাগি—পুরী-গোস্বামী আরও বলিলেন, "তোমার সমস্ত আচরণ লোকের মঙ্গলের নিমিত্তই। তোমার হৃদয়ের গূঢ় অভিপ্রায় আমরা বুঝিতে পারি না।" পূর্ব্ববর্ত্তী ১২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। হঠ—জেদ। **কভু কৃপা করিবেন**—এক সময়ে অবশ্যই কৃপা করিবেন। **যাতে দয়ালু অন্তর**—যেহেতু প্রভুর অন্তঃকরণ দয়ায় পরিপূর্ণ।

তুমি হঠ কৈলে, তাঁর হঠ সে বাঢ়িবে।
স্নানভোজন কর, আপনে ক্রোধ যাবে॥ ১৩৮
এত বলি তাঁরে স্নানভোজন করাইয়া।
আপনার ঘর আইলা তাঁরে আশ্বাসিয়া॥ ১৩৯
প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে।
দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে॥ ১৪০
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে!।
প্রিয়ভক্তে দণ্ড করে—ধর্ম্ম বুঝাইতে॥ ১৪১
দেখি ত্রাস উপজিল সবভক্তগণে।
স্বপ্নেহো ছাড়িল সভে স্ত্রীসম্ভাষণে॥ ১৪২
এইমতে হরিদাসের একবৎসর গেল।
তভু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল॥ ১৪৩
রাত্রি অবশেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেরে গেলা, কারে কিছু না বলিয়া॥ ১৪৪
প্রভুপদপ্রাপ্তি-লাগি সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥ ১৪৫
সেইক্ষণে দিব্যদেহে প্রভুস্থানে আইলা।
প্রভুকৃপা পাঞা অন্তর্ধানেই রহিলা॥ ১৪৬
গন্ধর্ব্বের দেহে গান করে অন্তর্ধানে।
রাত্র্যে প্রভুরে শুনায় গীত, অন্য নাহি জানে॥১৪৭

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৮। তাঁহারা বলিলেন—প্রভুর এখন জেদ আছে, তোমার উপর প্রভুর ক্রোধ হইয়াছে। প্রভুর চিত্ত অত্যন্ত দয়ালু; এক সময়, অবশ্যই তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইবে, তখন অবশ্যই তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। এখন তুমিও যদি জেদ করিয়া স্নানাহার না কর, তাহা হইলে প্রভুরও জেদ বাড়িবে। ইহা ভাল নহে। তুমি স্নান ভোজন কর, কিছু সময় পরে আপনা-আপনিই প্রভুর ক্রোধ দূর হইবে।

১৪১। **প্রিয়ভক্তে**—ছোট-হরিদাসকে।

ধর্ম্ম বুঝাইতে—বৈরাগীর ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত। সন্ন্যাসী কি গৃহী হউক, সকলের পক্ষেই যে স্ত্রীলোকে আসক্তি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি-ত্যাগই যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-যাজনের একটী প্রধান সহায়, ছোট-হরিদাসের বর্জ্জন দ্বারা তাহাই প্রভু শিক্ষা দিলেন। তিনি ইহাও শিক্ষা দিলেন যে, স্ত্রীলোকে আসক্তি যাহাদের আছে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাহাদের প্রতি বিমুখ।

এই পয়ারে ইহাও সূচিত হইল যে, ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়ার জন্য বা লোক-শিক্ষার নিমিত্তই প্রভু ছোট-হরিদাসকে বর্জ্জন করিলেন। সাধারণতঃ, আত্মীয়জনের শাসনদ্বারাই কুশল-ব্যক্তি অপরকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। একটা চলিত কথা আছে, "ঝিকে (কন্যাকে) মারিয়া বৌকে শিক্ষা দেওয়া হয়।" এস্থলেও তাই; অত্যন্ত প্রিয়-পার্ষদ ছোট-হরিদাসকে শাসন করিয়া সমস্ত ভক্তমণ্ডলীকে প্রভু শিক্ষা দিলেন।

১৪৩। **তভু**—তথাপি; এক বৎসর অন্তেও। **প্রসাদ**—ছোট-হরিদাসের প্রতি প্রসন্নতা বা দয়া।

১৪৪। **রাত্রি অবশেষে**—একবৎসর অন্তে একদিন শেষ রাত্রিতে। **প্রভুরে দণ্ডবৎ**—প্রভুর উদ্দেশ্যে দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া। **প্রয়াগেরে**—প্রয়াগের দিকে। **কারে**—কাহাকেও।

১৪৫। **ত্রিবেণী**—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-প্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া ছোট হরিদাস ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিলেন।

১৪৬। **সেই ক্ষণে**—যে সময়ে ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে। **দিব্য দেহে**—অপ্রাকৃত দেহে; ভৌতিক দেহে নহে, প্রেতদেহেও নহে। **অন্তর্ধানে**—দিব্যদেহে লোকদৃষ্টির বাহিরে।

স্থূল দৃষ্টিতে ছোট-হরিদাসের ত্রিবেণী-প্রবেশকে সাধারণ আত্মহত্যা বলিয়াই মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা বাস্তবিক আত্মহত্যা নহে। ফলের দ্বারাই তাহা বুঝা যায়। আত্মহত্যা মহাপাপ; আত্মঘাতীর জন্য কোনও রূপ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যবস্থাও নাই; আত্মঘাতী ব্যক্তির উদ্ধারও নাই। আত্মঘাতী ব্যক্তি ভূত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। গয়াদি-পুণ্যতীর্থে বিশেষ প্রকার শ্রাদ্ধাদি দ্বারা কোনও কোনও সময় আত্মঘাতীর যন্ত্রণা-দায়ক ভূত-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেহ হইতে উদ্ধারের কথা মাত্র শুনা যায়। কিন্তু ছোট হরিদাস ত্রিবেণীতে প্রাণ ত্যাগ করা মাত্রই অপ্রাকৃত চিন্ময়-দেহ পাইলেন, সেই দেহে কীর্ত্তন শুনাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার অধিকারও পাইলেন। কেহ তাঁহার শ্রাদ্ধাদিও করে নাই, তাঁহাকে এক নিমিষের জন্যও ভূত হইয়া থাকিতে হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার ত্রিবেণী-প্রবেশ সাধারণ আত্মহত্যা হয় নাই।

বাসনাই মায়া-বন্ধনের হেতু। সাধারণতঃ যাহারা আত্মহত্যা করে, কোন উৎকট দুঃখ বা উৎকট বাসনার অপূরণ, কিম্বা কাহারও প্রতি তীব্র বিদ্বেষ বা ক্রোধ, অথবা অসহনীয় অপমানবশতঃই তাহারা ঐ জঘন্য কাজ করিয়া থাকে; যে জন্যই তাহারা আত্মহত্যা করুক না কেন, তাহাদের দুষ্কার্য্যের এক মাত্র হেতু—নিজের জন্য ভাবনা; কাজেই ইহা তাহাদের বন্ধনের হেতু হয়—অশেষ যন্ত্রণার কারণ হয়। বিশেষতঃ, মানবদেহ ভজনের জন্য—ভোগের জন্য নহে; ভজন না করিয়া কেবল আত্ম-সুখ-দুঃখের চিন্তাবশতঃ যাহারা এই দুর্ল্লভ ভজনের দেহ ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করে, তাহাদের পক্ষে অশেষ যন্ত্রণা স্বাভাবিকই। কিন্তু ছোট হরিদাস দেহত্যাগ করিলেন—ক্রোধে নহে, বিদ্বেষে নহে, কোনও অসহ্য অপমানের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নহে, উৎকট-স্বসুখ-বাসনার অপূরণের জন্যও নহে—তিনি দেহত্যাগ করিলেন ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যে। তাঁহার এই দেহে তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন; যতদিন এই দেহ থাকিবে, ততদিন প্রভুর চরণ-সেবার সৌভাগ্যও তাঁহার লাভ হইবে না—ইহাও তিনি মনে করিলেন; সুতরাং তাঁহার এই দেহ রক্ষা করিয়া কোনও লাভ নাই। দেহটীকে রক্ষা করিলে আহার-বিহারাদির সুখ-স্বচ্ছন্দতা-দ্বারা তিনি দেহের সেবা হয়তো করিতে পারিতেন, কিন্তু দেহের সেবাই তো মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নহে—ভগবৎ-সেবাই উদ্দেশ্য। কেহ হয়তো বলিতে পারেন, তিনি বাঁচিয়া থাকিয়া ভজন তো করিতে পারিতেন, দেহত্যাগ করিলেন কেন? কিন্তু শ্রীগৌরের বিরহে তিনি এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, গৌরের সেবার জন্য তিনি এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে গৌর-সেবা-বঞ্চিত দেহ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তিনি এই নিরর্থক-দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তিনি পুরীতেও দেহত্যাগ করিতে পারিতেন, তাহা করিলেন না। পুরীতে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার শবদেহ দেখিয়া প্রভুর মনে কষ্ট হইতে পারে, তাই তিনি পুরী ছাড়িয়া গেলেন—মরিয়াও তিনি প্রভুর মনে বিন্দুমাত্র কষ্টের ছায়াও পাতিত করিতে ইচ্ছা করেন না। ইহাই প্রেমিক ভক্তের স্বভাব। পুরী হইতে কিছু দূরে কোনও নির্জ্জন স্থানেও দেহত্যাগ করিতে পারিতেন—কিন্তু তাহাতে হয়তো তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইত না। শ্রীগৌর-চরণ প্রাপ্তিই তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প; তাঁহার দেহত্যাগ কেবল দেহত্যাগের জন্য নহে, গৌর-প্রাপ্তির জন্য। যে ভাবে দেহত্যাগ করিলে গৌর-প্রাপ্তির আনুকূল্য হইতে পারে, তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি জানিতেন, ত্রিবেণীস্পর্শে জীবের দেহ পবিত্র হয়, ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ হইলে জীবের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়; তাই তিনি ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিলেন—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ স্মরণ করিয়া। গৌরের চরণে সম্যক্‌রূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া গৌর-চরণ-সেবার মহোৎকণ্ঠাময়ী তীব্র বাসনা লইয়া তিনি দেহত্যাগ করিলেন। জীবের শেষ মুহূর্ত্তের সংস্কার যেরূপ থাকে, মৃত্যুর পরে তাহার গতিও তদ্রূপ হইয়া থাকে। "যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎ-স্বরূপতাম্॥ শ্রীভা ১১।৯।২২॥ যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ॥ গীতা ৮।৬॥" যাহারা আত্মহত্যা করে, কোনও অসহ্য দুঃখেই শেষ সময়ে তাহাদের মন সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট থাকে; তাই মৃত্যুর পরেও তাহাদের অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু ছোট-হরিদাসের মন আবিষ্ট ছিল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবায়। গৌরের স্মৃতিই সর্ব্ববিধ বন্ধন-মুক্তির হেতু; তাতে আবার গৌর-সেবার জন্য তাঁহার তীব্র উৎকণ্ঠা; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সেবার উপযোগী দিব্যদেহ-লাভ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আরও একটী কথা; প্রভুর সেবার জন্য তীব্র বাসনা, ছোট-হরিদাসের দেহত্যাগ-সময়ের একটা আকস্মিক ঘটনাও নহে; ইহা তাঁহার মজ্জাগত সংস্কার। জন্মাবধি তিনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে রত, জন্মাবধি তিনি শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের সেবায় নিয়োজিত, গৌরের সেবার উদ্দেশ্যে পুণ্যতীর্থ শ্রীক্ষেত্রে গৌরের চরণ-সান্নিধ্যে তাঁহার বাস; সর্ব্বোপরি তাঁহার

একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে—।
হরিদাস কাহাঁ? তারে আনহ এথানে॥ ১৪৮
সভে কহে—হরিদাস বর্ষপূর্ণদিনে।
রাত্রে উঠি কাহাঁ গেলা, কেহ নাহি জানে॥ ১৪৯
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় হইলা॥ ১৫০
একদিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ।
কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ॥ ১৫১
সমুদ্রস্নানে গেলা সভে শুনে কথোদূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে॥ ১৫২
মনুষ্য না দেখে, মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি মিলি সভে কৈল অনুমানে—॥ ১৫৩
বিষ খাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি 'ব্রহ্মরাক্ষস' হইল॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রতি শ্রীগৌরের অশেষ কৃপা; সুতরাং শ্রীগৌরের সেবার বাসনা তাঁহার মজ্জাগত সংস্কার; তাঁহার চিত্তে অন্য কোনও বাসনাই এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় নাই; সুতরাং গৌর-সেবাই তাঁহার একমাত্র সংস্কার, সমস্ত জীবনব্যাপী একমাত্র সংস্কার; কেবল এক জন্মের সংস্কার নহে, বোধ হয় জন্মে জন্মের সংস্কার; তাহা না হইলে আজন্ম কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সৌভাগ্য তিনি পাইবেন কিরূপে? এই অবস্থায় গৌরের সেবা-উপযোগী দিব্যদেহ-লাভ তাঁহার পক্ষে কিছুতেই অস্বাভাবিক নহে। তার উপরে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে—ত্রিবেণী-সঙ্গমে। "আজন্ম কৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রভুর সেবন। প্রভু-কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ॥ দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি সে হয়। ২।৩।১৫৬-৫৭॥" ছোট-হরিদাসকে প্রাকৃত সাধক জীব মনে করিয়াই এই সমস্ত কথা বলা হইল। কিন্তু তিনি সাধারণ সাধক ভক্ত ছিলেন না—তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তাঁহার দেহ প্রাকৃত নহে; প্রাকৃত জীবের মত তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই; আবির্ভাব-তিরোভাব মাত্র আছে। জীব-শিক্ষার উদ্দেশ্যে একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু তাঁহাকে শাসন করিলেন—প্রাকৃত-জীবকে যে ভাবে শাসন করিতে হয়, ঠিক সেই ভাবেই শাসন করিলেন এবং যে অপরাধকে উপলক্ষ্য করিয়া শাসন করিলেন, প্রাকৃত জীবের পক্ষে সেই অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্তে ত্রিবেণীতে দেহ-ত্যাগের সঙ্কল্প জন্মাইলেন এবং ত্রিবেণীতে তাঁহাদ্বারা দেহত্যাগ করাইলেন।

১৪৮। হরিদাসের প্রতি যে প্রভুর কৃপা হইয়াছে, তাহাই এই পয়ারে প্রভু সকলকে জানাইলেন।

১৫০। **ঈষৎ হাসিয়া রহিলা**—প্রভু একটু হাসিলেন। হাসির তাৎপর্য্য বোধ হয় এই—হরিদাসের প্রতি কৃপা করার জন্য তোমরা আমাকে কত অনুরোধ করিলে। কিন্তু কেন তোমাদের কথানুযায়ী কাজ আমি করিলাম না এবং কি ভাবেই বা আমি তাঁহাকে কৃপা করিয়াছি ও আমার নিকটে আনিয়াছি এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার কীর্ত্তন শুনিতেছি, তাহা তোমরা জান না। **বিস্ময়**—এতদিন পরে প্রভু কেন হরিদাসের তল্লাস করিলেন এবং তাঁহাদের মুখে তাঁহার সংবাদ শুনিয়া প্রভু কেনই বা হাসিলেন, ইহা বুঝিতে না পারিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

১৫২। **হরিদাস গায়েন**—গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিলেন, ইহা হরিদাসের কণ্ঠ-স্বর।

১৫৪। হরিদাসের মত গলার স্বর, হরিদাসের মত মধুর কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহারা অনুমান করিলেন যে, হরিদাসই এই কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার দেহ না দেখায় অনুমান করিলেন যে, হরিদাস বোধ হয় মরিয়া ভূত হইয়াছেন, তাই অদৃশ্য ভূতদেহে পূর্ব্ব অভ্যাস-বশতঃ কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু প্রভুর ভক্ত যিনি, তিনি ভূত হইবেন কেন? তাতেই অনুমান করিলেন, হরিদাসের স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই, স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে হরিদাস ভূত হইত না। নিশ্চয়ই হরিদাস বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাহার ফলে ব্রহ্মরাক্ষস-নামক ভূত হইয়াছেন। **সেই পাপে**—আত্মহত্যার পাপে। **ব্রহ্মরাক্ষস**—এক প্রকার ভূত।

আকার না দেখি তার শুনি মাত্র গান।
স্বরূপ কহেন—এই মিথ্যা অনুমান ॥ ১৫৫
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভুর কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ ॥ ১৫৬
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি সে হয়।
প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিব নিশ্চয় ॥ ১৫৭
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইলা।
হরিদাসের বার্ত্তা তেঁহো সভারে কহিলা— ॥ ১৫৮
যৈছে সঙ্কল্প তৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি শ্রীবাসাদি-মনে বিস্ময় হইলা ॥ ১৫৯
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা ॥ ১৬০
'হরিদাস কাহাঁ ?'—যদি শ্রীবাস পুছিলা।
'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'—প্রভু উত্তর দিলা ॥ ১৬১
তবে শ্রীনিবাস তার বৃত্তান্ত কহিলা।
যৈছে সঙ্কল্প করি ত্রিবেণী প্রবেশিলা ॥ ১৬২
শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্নচিত্ত—।
প্রকৃতিদর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১৬৩
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা—।
ত্রিবেণীপ্রভাবে হরিদাস প্রভুপদ পাইলা ॥ ১৬৪
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় কর্ণ মন ॥ ১৬৫
আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্যশিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ়ানুরাগ-প্রকটীকরণ ॥ ১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৫-৭। গোবিন্দাদির অনুমান শুনিয়া স্বরূপ-দামোদর বলিলেন—তোমাদের অনুমান সঙ্গত হইতে পারেনা। যে আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়াছে, যে আজন্ম প্রভুর সেবা করিয়াছে, যে প্রভুর অত্যন্ত কৃপাপাত্র, আর শ্রীক্ষেত্রে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে কখনও ব্রহ্মরাক্ষস হইতে পারে না—এরূপ অসদ্গতি তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। এইভাবে মৃত্যু হইলে তাহার সদ্গতিই হইবে। ইহা প্রভুর একটী ভঙ্গী, সমস্ত রহস্য পরে যথাসময়ে জানিতে পারিবে।

ক্ষেত্রের মরণ—হরিদাস কোথায় দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখনও কেহ জানিত না। তাই তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন—শ্রীক্ষেত্রেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৫৮। হরিদাসের দেহত্যাগের সংবাদ কিরূপে সকলে জানিলেন, তাহা বলিতেছেন।

১৬১। স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্—যে যেরূপ কর্ম্ম করে, সে সেইরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। "যেন যাবান্ যথাধর্ম্মো ধর্ম্মো বেহ সমীহিতঃ। স এব তৎফলং ভুঙ্ক্তে তথা তাবদমুত্র বৈ ॥—শ্রীভা, ৬।১।৪৫ ॥" হরিদাসের উপলক্ষেই প্রভু একথা বলিলেন; ইহার দুইটী অভিপ্রায়; প্রথমতঃ—যথাশ্রুত অর্থ এই যে, যে বৈরাগী প্রকৃতি-সম্ভাষণ করে, মরিয়া ভূত হওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ—গূঢ়ার্থ এই যে, হরিদাস সকল সময়েই প্রভুর প্রিয়; কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনাইয়া প্রভুর প্রীতিবিধানই তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল; দেহান্তেও ঐ কর্ম্মানুযায়ী ফল তিনি পাইয়াছেন, দিব্যদেহে কীর্ত্তন শুনাইয়া প্রভুর আনন্দ-বর্দ্ধনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

১৬৩। প্রকৃতি-দর্শন—স্ত্রীলোকের দর্শন; কোন কোন গ্রন্থে "প্রকৃতি-সম্ভাষণ" পাঠ আছে। প্রভু বলিলেন, স্ত্রী-সম্ভাষণে যে পাপ হয়, ভগবৎ-প্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। স্ত্রীলোকে আসক্তি মাত্রই এতাদৃশ প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ—ইহা গৃহী বা বৈরাগী সকলের পক্ষেই সমান। তবে গৃহীর পক্ষে স্ব-স্ত্রীতে আসক্তি পাপজনক না হইতে পারে, কিন্তু ইহাও ভজনের বিঘ্নকর।

১৬৬। আপন কারুণ্য—প্রভুর নিজের করুণা। জীবের প্রতি করুণাবশতঃ জীব-শিক্ষা, প্রিয়-পার্ষদ হরিদাসের প্রতি করুণাবশতঃ দিব্যদেহ দিয়া তাঁহাকে স্বীয় সেবায় নিয়োজন। **লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ**—লোকদিগকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া; বিষয়-বিরক্তিই ভজনের অনুকূল এবং স্ত্রী-সম্ভাষণাদি যে বিষয়-বৈরাগ্যের প্রতিকূল, ভগবৎ-কৃপা-প্রাপ্তির প্রতিকূল, তাহা শিক্ষা দিলেন। **স্বভক্তের**—ছোট হরিদাসের। **গাঢ়ানুরাগ**—

তীর্থের মহিমা, নিজভক্তে আত্মসাথ।
একলীলায় করে প্রভু কার্য্য-পাঁচ-সাত॥ ১৬৭
মধুর চৈতন্যলীলা—সমুদ্রগম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥ ১৬৮
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত॥ ১৬৯

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৭০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপশিক্ষণং নাম
দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ॥ ২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর প্রতি গাঢ় অনুরাগ। **গাঢ়ানুরাগ-প্রকটীকরণ**—প্রভুর নিজ পার্ষদ ছোট-হরিদাসের, প্রভুর প্রতি কত গাঢ় অনুরাগ আছে, হরিদাসের ত্রিবেণী-প্রবেশদ্বারা তাহা ব্যক্ত হইল। প্রভুর প্রতি ছোট হরিদাসের গাঢ় অনুরাগের উল্লেখেই বুঝা যাইতেছে, তাঁহাতে বাস্তবিক কোনও দোষ ছিল না। প্রভুতে যাঁহার গাঢ় অনুরাগ, তাঁহার মন অন্য দিকে যাইতে পারে না।

১৬৭। **তীর্থের মহিমা**—ত্রিবেণী-তীর্থের মাহাত্ম্য। ত্রিবেণীতে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই হরিদাসের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে; ইহাতেই তীর্থের মহিমা ব্যক্ত হইয়াছে। **নিজ ভক্তে আত্মসাথ**—নিজ প্রিয় ভক্তের অঙ্গীকার। হরিদাস প্রভুর প্রিয়-পার্ষদ; দেহত্যাগের পরেও প্রভু তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। **এক লীলায়**—এক হরিদাসের বর্জ্জনরূপ লীলা-দ্বারাই এই কয়টী বিষয় প্রভু দেখাইলেন। **কার্য্য পাঁচ সাত**—আপন কারুণ্যাদি নিজ ভক্তে আত্মসাথ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য।

১৬৮। **ভক্ত**—ভক্তি-মার্গের ভজন-পরায়ণ ব্যক্তি। **ধীর**—শান্ত, অচঞ্চল; স্বসুখ-বাসনামূলক কামনাদি নাই বলিয়া যাঁহার চিত্তে চঞ্চলতা নাই, সুতরাং একমাত্র ভগবচ্চরণেই যাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট, তিনিই ধীর ভক্ত। এইরূপ ভক্তই শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, অপরে পারে না।

১৬৯। **বিশ্বাস**—ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস। **তর্ক**—ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, এই বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া ভগবানের শক্তিকেও লৌকিক-শক্তির ন্যায় মনে করিয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ তর্কদ্বারা ক্ষতি হয়।